NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ছত্তিশগড়ের সুকমায় আত্মসমর্পণ ২৩ মাওবাদীর

কুনোয় মৃত আরও এক চিতা ৭

কলকাতা ১৩ জুলাই ২০২৫ ২৮ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 13.07.2025, Vol.19, Issue No. 34, 8 Pages, Price 3.00

জ্বালানির জোগান বন্ধেই বিমান বিপর্যয়

দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করল পাইলট সংগঠন

আমদাবাদ, ১২ জুলাই: আমদাবাদে বিমান দুর্ঘটনার এক মাসের মাথায় প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। ১৫ পাতার সেই রিপোর্ট বলছে, বিমান ওড়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জ্বালানির সুইচ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'রান' থেকে 'কাটঅফ' হয়ে গিয়েছিল সুইচ। এর ফলে ইঞ্জিনে জ্বালানির জোগান বন্ধ হয়ে যায়, যা বিপত্তি ডেকে আনে। মুহূর্তের মধ্যে বিমানের গতি এবং উচ্চতা কমতে থাকে। তার পরে পাইলটদের চেষ্টায় আবার জ্বালানির সুইচ চালু করা হয়। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয়নি। ওড়ার পরে ৩২ সেকেন্ড ধরে প্রতি মুহূর্তে ঠিক কী ঘটেছিল সেই বিমানে, তা এখন প্রকাশ্যে।

এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরোর প্রাথমিক রিপোর্ট বলছে, দুর্ঘটনার আগের মুহূর্তে জ্বালানির সুইচ 'রান' (চালু) থেকে 'কাটঅফ' (বন্ধ)অবস্থায় চলে যায়। রিপোর্ট বলছে, বিমানটি যখন উপরে ওঠার জন্য গতি পাচ্ছে, তখনই দু'টি ইঞ্জিনের জ্বালানি 'কাটঅফ' মোডে চলে যায়। ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিমানের উচ্চতা কমতে থাকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অবশ্য পাইলটরা ফের বিমানের দুটি ইঞ্জিনের জ্বালানি ফের 'কাটঅফ' থেকে থেকে 'রান' মোডে নিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। একটি ইঞ্জিন চালু হলেও আর একটি ইঞ্জিন চালু করা যায়নি। ফলে 'থ্রাস্ট' পাওয়া যায়নি। এরপরই পাইলটরা মে ডে কল দেন।

রিপোর্ট বলছে, 'ককপিটের ভয়েস রেকর্ডারে এক পাইলটকে অন্য পাইলটের উদ্দেশে বলতে শোনা গিয়েছে, কেন তিনি সুইচ বন্ধ করলেন। দ্বিতীয় পাইলট জানান, তিনি সুইচ বন্ধ করেননি।' রিপোর্টে প্রকাশ, এয়ারপোর্টের যে সিসিটিভি ফুটেজ মিলেছে, তাতে দেখা গিয়েছে, র‍্যাম এয়ার টারবাইন (আরএটি) সক্রিয় করা হয়েছিল উড়ানের পরেই। বিমানের গতির কারণে যে শক্তি তৈরি হয়, তা জোগান দেয় এই আরএটি। বিমানের গতি কমলে শক্তি জোগানও কমে যায়। রিপোর্ট বলছে, বিমানবন্দরের প্রাচীর পেরিয়ে যাওয়ার আগেই নামতে থাকে বিমান।

অন্যদিকে, আমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট নিয়ে এবার সন্দেহ প্রকাশ করেছে পাইলটদের সংগঠন এয়ারলাইন পাইলটস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (আলপা)। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, দুর্ঘটনার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে পাইলটদের দায়ী করা হয়েছে।

শনিবার সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট স্যাম থমাস একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করেছেন। সেখানে তিনি বলেন, 'তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে পাইলটের ভুলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আমরা এই অনুমানকে প্রত্যাখ্যান করি। তাছাড়া তদন্তের গোপনীয়তা দেখেও আমি অবাক।' একটি সুষ্ঠু এবং তথ্য-ভিত্তিক তদন্তের দাবি জানিয়ে স্যাম বলেন, 'গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াতে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। তদন্তের প্রতিটি ক্ষেত্রে এত গোপনীয়তা থাকার ফলে এর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও আমাদের প্রশ্ন রয়েছে। অভিজ্ঞ বিমানকর্মী এবং পাইলটদের এই তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।'

মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের একটি প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে আলপা জানিয়েছে, গত ১০ জুলাই সংবাদপত্রের ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, দুর্ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যোগ রয়েছে বিমানের 'ফুয়েল কন্ট্রোল সুইচ'-এর। আলপার প্রশ্ন, প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশের আগে কীভাবে এই ধরনের তথ্য আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হয়ে গেল? তারা আরও জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সই ছাড়াই রিপোর্টটি সংবাদমাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। এটি যথেষ্ট উদ্বেগের। পাশাপাশি, গোটা তদন্ত প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে আলপা।

উল্লেখ্য, ১২ জুন আমদাবাদ বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের অদূরে গ্যাটউইকের উদ্দেশে উড়েছিল এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং বিমানটি। ওড়ার কয়েক মিনিটের মাথায় মেঘানিনগরে লোকালয়ে ভেঙে পড়ে সেটি। ওই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ২৬০ জন। তাঁদের মধ্যে ২৪১ জন বিমানে সওয়ার ছিলেন। দুর্ঘটনাস্থল থেকে বিমানের ব্ল্যাকবক্স উদ্ধার করা হয়। তার মধ্যে একটি ছিল ককপিট ভয়েস রেকর্ডার। দুর্ঘটনার মুহূর্তে ককপিটে পাইলটদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, তা এই যন্ত্রে রেকর্ড হয়। তা থেকেই জানা গিয়েছে, বিমানের জ্বালানির সুইচ বন্ধ হয়ে গেলেও আবার তা চালু হয়। কিন্তু তার পরেও এড়ানো যায়নি দুর্ঘটনা। কী ভাবে বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল বিমানটি, আমদাবাদ বিমানবন্দরের থেকে বার হওয়ার পরে কী কী হয়েছিল, প্রত্যেক সেকেন্ডে কী ঘটেছিল, সেই খতিয়ান রয়েছে রিপোর্টে।

১টা ৩৭ মিনিট ৩৭ সেকেন্ড বিমানের চাকা ঘুরতে শুরু করে।

১টা ৩৮ মিনিট ৩৯ সেকেন্ড বিমানের 'এয়ার/গ্রাউন্ড সেনসর' উড়ান মোডে রূপান্তরিত হয়। বিমান উড়তে থাকে।

১টা ৩৮ মিনিট ৪২ সেকেন্ড বিমানের গতি হয় সর্বোচ্চ, ১৮০ নটস। ইঞ্জিন ১ এবং ইঞ্জিন ২-এর জ্বালানি সুইচ রান (চালু) থেকে কাট অফ (বন্ধ) অবস্থানে চলে যায়। জ্বালানির জোগান বন্ধ হয়ে যায়।

১টা ৩৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড দু'টো ইঞ্জিনের শক্তিই কমে যায়। আরএটি হাইড্রলিক পাম্প 'হাইড্রোলিক' শক্তি জোগাতে শুরু করে।

১টা ৩৮ মিনিট ৫২ সেকেন্ড এক নম্বর ইঞ্জিনের জ্বালানির সুইচ আবার চালু হয়।

১টা ৩৮ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড দু'নম্বর ইঞ্জিনের জ্বালানির সুইচও চালু হয়।

১টা ৩৯ মিনিট ৫ সেকেন্ড পাইলট 'মে ডে' সঙ্কেত পাঠান।

১টা ৩৯ মিনিট ১১ সেকেন্ড ডেটা রেকর্ড বন্ধ হয়।

১টা ৪৪ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড বিমানবন্দর থেকে দমকল কর্মীরা ছোটেন ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে।

এসএসসি নিয়োগে আবেদনের সময় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক নিয়োগের আবেদনের সময়সীমা আরও সাতদিন বাড়ানো হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ১৪ জুলাই পর্যন্ত আবেদনের জমা দেওয়া দেওয়ার কথা ছিল। সূত্রের খবর, চাকরিপ্রার্থীদের কথা চিন্তা করে ১৪ জুলাইয়ের পর আরও সাতদিন আবেদনের সময়সীমা বাড়াতে চলেছে এসএসসি। অর্থাৎ ২১ জুলাই পর্যন্ত পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন চাকরিপ্রার্থীরা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে এসএসসি। গত ১৬ জুন থেকে এসএসসি পোর্টালের মাধ্যমে নিয়োগের আবেদন নেওয়া শুরু হয়। শুক্রবার পর্যন্ত ৪ লক্ষ ১০৪টি নিয়োগ পরীক্ষার আবেদন জমা পড়েছে। আবেদন বাড়ানোর ব্যাপারে এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে চাকরির প্যানেলে বাতিলের রিভিউ পিটিশন দায়ের করছে। জুলাই মাসের শেষ দিকে পিটিশনের শুনানি হওয়ার কথা। তাছাড়া ওবিসি সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে চারদিন পোর্টাল বন্ধ ছিল। সেই সময় অনেকেই আবেদন করতে পারেননি। সব মিলিয়ে রাজ্যের শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়েরা যাতে নিয়োগের সুযোগ বেশি করে পায় তার জন্যই আবেদনের সময়সীমা বাড়ানো হচ্ছে।

ফের জল ছাড়ল ডিভিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যকে আগাম না জানিয়েই ফের দামোদর নদীতে জল ছাড়ল ডিভিসি। নবান্ন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় ডিভিসি ছেড়েছে প্রায় ৫৫ হাজার কিউসেক জল। গত দু'দিনে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ৮০ হাজার কিউসেকে। এর ফলে রাজ্যের একাধিক জেলার নিচু এলাকায় বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি হুগলি ও হাওড়া জেলায় দামোদর নদীর নিম্ন অববাহিকা সংস্কারের কাজেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। সেচ দপ্তরের অভিযোগ, বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও জল ছাড়ার আগে রাজ্যকে কোনওরকম তথ্য জানাচ্ছে না ডিভিসি। এই নিয়ে ফের ডিভিসিকে চিঠি পাঠিয়েছে সেচ দপ্তর। চিঠিতে জানানো হয়েছে, এমন আচরণে রাজ্য প্রশাসন আগাম সতর্কতা গ্রহণ করতে পারছে না, ফলে সাধারণ মানুষ ক্ষতির মুখে পড়ছেন। চিঠিতে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভবিষ্যতে জল ছাড়ার আগে রাজ্যকে আগাম জানাতে হবে, যাতে নিচু এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনা যায় এবং সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যায়। উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে একাধিকবার মন্তব্য করেছেন, ডিভিসির জল ছাড়ার কারণেই রাজ্যে বারবার ম্যান-মেড বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে। এবছর যাতে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সে জন্য ডিভিসিকে আগেভাগেই সতর্ক করল রাজ্যের সেচ দপ্তর।

শনিবার শতরানের পর কেএল রাহুল। দিলীপ বেঙ্গসরকারের পর রাহুলই দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি লর্ডসে একের বেশি শতরানের মালিক হলেন।

শুল্ক-বোমা

■ শুল্কযুদ্ধের ময়দানে ট্রাম্পের রোষানলে এবার মেক্সিকো ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও মেক্সিকোর উপর ৩০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা করেছেন। আগামী ১ অগস্ট থেকে লাগু হয়ে যাবে নয়া শুল্ক নীতি। শুল্ক অস্ত্রে শান দিয়ে গত কয়েকমাস ধরে হুঙ্কার দিতে শুরু করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

বোমাতঙ্ক!

■ পাটনার জয়প্রকাশ নারায়ণ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক! শনিবার দুপুরে একটি হুমকি ইমেল পাঠানো হয়। তারপরই শোরগোল পড়ে যায়। গোটা বিমানবন্দরজুড়ে শুরু হয় চিরুনি তল্লাশি। জানা গিয়েছে, শনিবার দুপুরে বিমানবন্দরের ডিরেক্টরের ইমেলে একটি হুমকি চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে লেখা ছিল, 'বিমানবন্দরের ভিতরে বোমা রাখা আছে। বিস্ফোরণের জেরে মৃত্যু হতে পারে বহু মানুষের।'

বিল পাশ

■ রাজনীতির মূল ধারায় জায়গা নেই 'শহুরে নকশাল' বা অতিবামদের! অতি বাম মনস্কদের দমন করতে আলাদা করে বিল পাশ করাল মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকার। মহারাষ্ট্র সরকারের দাবি, শহুরে অতি বামপন্থীরা শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সংবাদমাধ্যম-সহ নাগরিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবস্থান করে নকশালদের মতবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। উগ্র নকশালপন্থাকে সমূলে দমন করার জন্য শহুরে নকশালদেরও দমন করা দরকার।

কসবার পর জোকার কলেজ, ছাত্র গ্রেপ্তারেও ধর্ষণে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই জোকার নামী ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটের ভিতরে তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনা সামনে এল। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত যুবককে। তবে এই ঘটনা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। কারণ, শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটলেও সমগ্র ঘটনা সার্চ লাইটের আলোয় আসে শনিবার। শনিবার যত বেলা গড়িয়েছে ততই এই ঘটনায় সামনে এসেছে নিত্য নতুন তথ্য। কারণ, শনিবার বিকেল নাগাদ ওই নির্যাতিতার বাবা জানান, 'মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়নি।'

পাশাপাশি এও জানান, 'মেয়ে আমাকে জানিয়েছে ধর্ষণের মতো কোনও ঘটনা ঘটেনি। বাড়িতে ফেরার পরে আমায় বলে, এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি। এমনকী, যে গ্রেপ্তার হয়েছে তার সঙ্গে আমার মেয়ের কোনও সম্পর্ক নেই।' শুধু তাই নয়, এরপর তিনি সামনে আনেন আরও বিস্ফোরক এক তথ্য। মেয়ের সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারেন আদৌ এমন কোনও ঘটনাই ঘটেনি। তিনি জানান, তাঁর মেয়ের শারীরিক পরীক্ষা করতে নিয়ে যাওয়া হলে নাকি ধর্ষণের কথা পুলিশই বলতে বলেছিল!

ওই তরুণীর বাবার আরও অভিযোগ, আইআইএমের মতো কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কালিমালিপ্ত করতেই এই 'ষড়যন্ত্র'। তদন্তের নাম করে একটি প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করার অপচেষ্টা চলছে বলেই মনে করেন তিনি।

এদিকে সমস্যা অন্যদিকে। নির্যাতিতার বাবার বয়ান এমন হলেও, পুলিশের কাছে যে অভিযোগ জানিয়েছেন তরুণী সেই অভিযোগপত্রে স্পষ্ট লেখা আছে, শুক্রবার সন্ধেয় ক্যাম্পাসিং-এর কথা বলে ওই কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্র তাঁকে ভিতরে নিয়ে যান। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই ছাত্র তাঁকে কোনও খাতায় সই না করিয়েই হস্টেলের ভিতরে নিয়ে যান। কলেজে প্রবেশ করার পর অন্য একটি কাজ আছে বলে তাঁকে বয়েজ হস্টেলে নিয়ে যাওয়া হয় বলেও ওই অভিযোগ পত্রে জানান তরুণী। পাশাপাশি এও উল্লেখ করেন, সেখানে নিয়ে গিয়ে তাঁকে জল ও পিৎজা খেতে দেওয়া হয়। আর তা খাওয়ার পরই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন ওই তরুণী। সেই সুযোগেই নাকি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন ওই ছাত্র। তরুণী বাধা দিতে গেলে তাঁকে মারধর করা হয় ও পরে ধর্ষণ করা হয়।

উল্লেখ্য, অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করে এবং রাতেই অভিযুক্ত ছাত্রকে আটক করে। এরপর শনিবার অভিযুক্তকে আলিপুর আদালতে হাজির করে পুলিশ। বিচারক অভিযুক্তকে সাত দিনের পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন। তবে এর পরে শনিবার দুপুরে অভিযোগকারিণীকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে, তিনি পরীক্ষা করাতে আপত্তি জানান। শুধু তাই নয়, ধর্ষণের সময় তাঁর গায়ে থাকা পোশাকও পুলিশকে দিতে তিনি রাজি হননি। এমনকি তদন্তের স্বার্থে তরুণীর ফোন বাজেয়াপ্ত করা হলে, পুলিশ তাঁর কাছে পাসওয়ার্ড চাইলে তাও তিনি দিতে অস্বীকার করেন।

এদিন ওই তরুণীর বাবার বয়ান ও তরুণীর পুলিশকে সহায়তা না করার ঘটনায় এই মামলা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ফলে মামলা কতদূর গড়াবে তা নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন। একইসঙ্গে প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকাও।

সোমবার খেজুরি বন্‌ধের আহ্বান শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: খেজুরির জনকা এলাকায় দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় সোমবার খেজুরি বন্‌ধ ডাক দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মৃত দুই ব্যক্তি- সুজিত দাস (২৩) ও সুধীরচন্দ্র পাইক (৬৫) গ্রাম ঝাঁটি হারির বাসিন্দা। তাঁদের হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর মৃতদেহে চোটের চিহ্ন ও মুখে রক্তের দাগ দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ আরও গাঢ় হয়েছে। এই ঘটনায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই ঘটনায় সাত জন জড়িত। এরা সকলেই ঘটনার পর এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে।' তিনি আরও জানান, অভিযুক্তদের মধ্যে একজনকে আগেই এনআইএ ডেকেছিল। পশ্চিম ভাঙনবাড়ির বোমা বিস্ফোরণ-কাণ্ডে তাঁর নাম জড়িয়েছিল। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার খেজুরি বন্‌ধ ডাক দেওয়া

জোড়া খুনের অভিযোগে

হয়েছে। মৃতদেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা উল্লেখ করে শুভেন্দু আরও বলেন, 'পরিবারের তরফে রাজ্য সরকারের হাসপাতালে ময়নাতদন্তে আপত্তি নেই, তবে তা হতে হবে কেন্দ্রীয় হাসপাতালের একজন চিকিৎসকের উপস্থিতিতে। তদন্ত নিরপেক্ষ হতে হবে।'

তিনি দাবি করেন, 'আমি ভোর সাড়ে পাঁচটা থেকে এই ঘটনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। যতক্ষণ না অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, ততক্ষণ কোনও আপস নেই। এটাই মৃতদের পরিবারের সিদ্ধান্ত।' তিনি রাজ্যের ডিজিপিকে অনুরোধ করেছেন দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ও স্বচ্ছ তদন্ত করতে। শেষে শুভেন্দু অধিকারীর বার্তা, 'এই ঘটনার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত আমরা চুপ থাকব না। দোষীদের কঠোরতম শাস্তি চাই।'

অ্যাকাডেমি ছিল না রাধিকার, খেলোয়াড় খুনের তদন্তে নয়া তথ্য

চণ্ডীগড়, ১২ জুলাই: হরিয়ানার টেনিস খেলোয়াড় রাধিকা যাদবের খুনের তদন্তে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। প্রাথমিক ভাবে পুলিশ জানতে পেরেছিল, রাধিকার নিজস্ব টেনিস অ্যাকাডেমি রয়েছে। আর সেই অ্যাকাডেমি নিয়েই বাবা এবং মেয়ের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তদন্তে নেমে গুরুগ্রাম পুলিশ জানতে পেরেছে, রাধিকার নিজস্ব কোনও অ্যাকাডেমি ছিল না।

তদন্তকারী এক আধিকারিক শনিবার বলেন, 'রাধিকার নিজস্ব কোনও অ্যাকাডেমি নেই। টেনিস কোর্ট ভাড়া নিয়ে প্রশিক্ষণ দিতেন। দীপক তাঁকে অনেক বার এই প্রশিক্ষণের বিষয়ে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাধিকা বাবার সেই আপত্তি কানে তোলেননি। আর এখান থেকেই বাবা-মেয়ের সম্পর্কের টানাপোড়েনের সূত্রপাত।'

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাধিকাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি চালান দীপক। তিনটি গুলি রাধিকার বুকে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর। জেরার মুখেই খুনের কথা স্বীকার করেন দীপক। তিনি স্পষ্ট জানান, 'গ্রামের সকলে আমাকে খোঁচা দিত। সবাই বলত, আমি মেয়ের পয়সায় বসে বসে খাই। এই খোঁচা শুনতে শুনতে বিরক্ত লাগত। আমার মেয়ের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তুলত। আমি অনেকবার মেয়েকে বলেছিলাম অ্যাকাডেমিটা বন্ধ করে দিতে, শোনেনি। বারবার কটাক্ষ শুনতে শুনতে আমার সম্মানহানি হচ্ছিল।'

রাধিকার পুরনো যে মিউজিক ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে, তাঁর

খুনের সঙ্গে এই ভিডিয়োর কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি দীপক এই ভিডিয়ো নিয়ে কোনও আপত্তি জানাননি। পুলিশ ইনস্পেক্টর বিনোদ কুমার বলেন, '২০২৩ সালে ওই ভিডিয়ো আপলোড করা হয়েছিল। খুনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। দীপক বার বার দাবি করেছেন, প্রশিক্ষণ দিয়ে রাধিকা টাকা উপার্জন করুক, এটা তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না।' দীপকের সব ক'টি দাবি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ইনস্পেক্টর। দীপক এটাও দাবি করেছেন, গত ১৫ দিন ধরে তিনি দোটানার মধ্যে ছিলেন। এমনকি একটা সময় আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু শেষমেশ তা হয়ে ওঠেনি।

অন্যদিকে, হত্যাকাণ্ডের রহস্য এখনও উন্মোচিত হয়নি, তার মধ্যেই তাঁর প্রশিক্ষকের একটি হোয়াট্‌সঅ্যাপ কথোপকথন প্রকাশ্যে এসেছে। রাধিকা নাকি তাঁর প্রশিক্ষককে জানিয়েছিলেন, এখানে পদে পদে বাধা, সব কিছুতে বড্ড কড়াকড়ি। তাঁর ভালো লাগছে না। তিনি জীবন উপভোগ করতে চান। টেনিস কোচকে হোয়াট্‌সঅ্যাপে এ কথা জানিয়েছিলেন রাধিকা। শুধু তা-ই নয়, পরিবার ছেড়ে বিদেশেও চলে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। রাধিকাকে কেন খুন হতে হল, এই কারণ নিয়ে যখন রহস্য বাড়ছে, সেই সময়ে রাধিকা এবং তাঁর কোচের পুরনো সেই কথোপকথন প্রকাশ্যে আসায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাধিকা শুধু জীবন উপভোগ করার কথাই বলতে চাননি, পরিবার ছেড়ে বিদেশে চলে যাওয়ার কথাও কোচকে জানিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর পছন্দের দু'টি জায়গার কথাও বলেছিলেন। একটি হল দুবাই, অন্যটি অস্ট্রেলিয়া। চিনও তাঁর পছন্দের তালিকায় ছিল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Phalguni Mondal স্বামী- মৃত Goutam Mondal of Majlishpur, Kamnagar, Saktipur Murshidabad, আমার স্বামীর সঠিক নাম Goutam Mondal যাহা Land Record-এ আছে যার Kh. No. 1373 Mouza 70 No. Saharbati under Saktipur P.S., কিন্তু আমার ভোটার কার্ডে আমার স্বামীর নাম আছে Baburam Mondal যার নং DTN 2851095, Berhampore Exeutive Magistrate Court-এ Affidavit যার Sl. No. 403, Dt-04/07/2025, Goutam Mondal এবং Baburam Mondal এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১৩ ই জুলাই রবিবার, ২৮শে আষাঢ় । তৃতীয়া তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কাঞ্চন দাস ওরফে কাঞ্চন বালা দাস** স্বামী শ্রী বৃন্দাবন দাস সাকিম ১৭, কাটাডাঙ্গা সুব্রতপল্লী, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়া বিগত ইং ১৪/০৬/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1996/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী বিশ্বনাথ দাস** পিতা ৺ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস সাকিম ১৪১ সুকান্তনগর, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ৩০/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1612/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুশীলা নায়েক** স্বামী শ্রী রবীন্দ্র নায়েক সাকিম অতুল ব্যানার্জী রোড, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়াকে কমবেশী ২ কাঠা ১২ ছটাক ৩ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটি চাঁপদানী, ২২১ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. ১৬৩৪ তথা হাল এল.আর. ৩৪৬৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৬৮৯ তথা হাল এল.আর ১৮৩৯ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ২ কাঠা ১২ ছটাক ৩ বর্গফুট বা কমবেশী ০.০৪৫ একর আমমোক্তারনামা বলে অত্র দলিলের বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী সুশীলা নায়েক** স্বামী শ্রী রবীন্দ্র নায়েক তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর. ও. সিঙ্গুর এ্যাট খলিসানী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অসিত ঘোষ, ২)শ্রী ইন্দ্রজিত ঘোষ, ৩)শ্রী হরমোহন ঘোষ, ৪)শ্রী রবীন ঘোষ** সকলের পিতা ৺পঞ্চানন ঘোষ, **৫)শ্রীমত্যা মায়া ঘোষ** স্বামী ৺মুকুন্দ ঘোষ, **৬)শ্রীমতী মুনমুন ঘোষ, ৭)শ্রী মনোজ ঘোষ** ৬/৭ নং এর পিতা ৺মুকুন্দ ঘোষ, সকলের সাকিম ধিতাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, **৮)শ্রীমতী সুপর্ণা ঘোষ** স্বামী শ্রী শ্যামল ঘোষ, সাকিম বি.এন. পাল স্ট্রীট, ইছাপুর নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, ব্যারাকপুর, উঃ ২৪পরগণা-৭৪৩১৪৪, **৯)শ্রীমতী নমিতা ঘোষ** স্বামী শ্রী সঞ্জয় ঘোষ, সাকিম ৮ জে.এন. গুপ্তা লেন, বৈদ্যবাটী, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২২২, **১০)শ্রীমতী মনিকন্যা ভুঁই** স্বামী তরুন ভুঁই, ৮-১০ নং এর পিতা ৺বলরাম ঘোষ, ১০নং এর সাকিম মালিয়াপাড়া, বিঘাটী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১২/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4213/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ**, পিতা ৺বলরাম ঘোষ ও **২)শ্রী তপন ঘোষ** পিতা শ্রী হরমোহন ঘোষ উভয়ের সাকিম ধিতাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়দ্বয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে **শ্রী শ্যামসুন্দর ঘোষ** মহাশয় এবং কেবলমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **শ্রী তপন ঘোষ** মহাশয় যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৩/০৫/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4034/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সান্ত্বনা মুখার্জ্জী** স্বামী সুমিত কুমার মুখার্জ্জী সাকিম ৬৬/৪/১, কে.জি.আর.এস. পথ, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১, মহাশয়াকে ১ কাঠা ৭ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা ধিতাড়া, ২১৩ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৯১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৬৪৯ তথা হাল এল.আর ৬৯৫ নং দাগে বাগান জমি ষোল আনায় ১৯ শতকের মধ্যে ১ কাঠা ৭ ছটাক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সান্ত্বনা মুখার্জ্জী** স্বামী সুমিত কুমার মুখার্জ্জী তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও, সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তী

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, আমার মক্কেলগন শ্রী গৌতম বোস, শ্রী তপন বোস, শ্রী স্বপন বোস, অধুনা ঠিকানা ১নং শ্রীনগর, মধ্যমগ্রাম(এম), উত্তর ২৪ পরগনা,৭০০১২৯। শ্রীমতি বন্দনা পাল, স্বামী- তপন পাল, অধুনা ঠিকানা- মতিমালা,ওড়ফুলি, মতিমালা, পিন- ৭১১৩০৩, বাগনান, হাওড়া। শ্রীমত্যা চন্দনা ঘোষ, স্বামী- [illegible]

Tapas Kumar Mandal (Advocate)
Hooghly Judge's Court
P.O.-Chinsurah, Dist.-Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **শ্রীমতী কৃষ্ণা দে**, স্বামী - শ্রী অলোক দে, সাকিম - চাউলপট্টী বর্ধমান রোড, পো:- তারকেশ্বর, থানা - তারকেশ্বর, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৪১০ বিগত ইং 04-10-2023 তারিখে D.S.R - I Chinsurah অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-060109236/2023 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেলগন **১) রঞ্জিত কুমার পাল, ২) বিশ্বজিৎ পাল**, উভয়ের পিতা -৺শিব প্রসাদ পাল সাকিম - উত্তর সিমলা, থানা - চুঁচুড়া, পো: চুঁচুড়া (আর.এস), জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০২ মহাশয়দের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেলগন ইং 07-12-2023 তারিখে D.S.R-I Chinsurah হুগলী অফিসে I-10847/2023 ও I-10848/2023 নং দলিলমূলে **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষাল**, পিতা - ৺শ্রী স্বপন ঘোষাল সাকিম - চ্যাটার্জী বাগান, পো:- চুঁচুড়া (আর. এস), থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১০২ ও **শ্রী শুভেন্দু জানা**, পিতা- নিমাই জানা, সাকিম - চুঁচুড়া ষ্টেশন রোড (উত্তরায়ন), পো:- চুঁচুড়া (আর.এস), থানা- চুঁচুড়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২১০২ মহাশয়দের বিক্রয় করেন, **তপশীল** - জেলা - হুগলী, থানা - চুঁচুড়া, মৌজা - সিমলা, জে. এল. - ১৬, হাল এল আর ৯৬৮ খতিয়ানে আর এস ১৩৪৫ ও এল আর ১৩৩৬ দাগে কলা বাগান জমি (ক.। ২ কাঠা ৪০ বর্গফুট খ.। ২ কাঠা ৯ ছটাক ৩৮ বর্গফুট) বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **শ্রী বিশ্বজিৎ ঘোষাল**, পিতা - ৺শ্রী স্বপন ঘোষাল ও **শ্রী শুভেন্দু জানা**, পিতা-নিমাই জানা নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল অ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৯৪০৭৪৮০১৩০।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- কমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর রোড, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো- ৮১০১৩ ৩৬৪৮১

বীরভূম

[illegible]

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
[illegible]
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

ভাঙড়ে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় আততায়ীদের স্কেচ তৈরি করাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: ভাঙড়ে তৃণমূল নেতাকে গুলি ও কুপিয়ে খুনের ঘটনায় এবার আততায়ীদের স্কেচ তৈরি করানো হচ্ছে লালবাজারের তরফ থেকে। এর পাশাপাশি শুরু হয়েছে তদন্তও। তদন্তে নেমে কলকাতা পুলিশের হাতে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ঘটনার সময় তৃণমূল নেতা রজ্জাক খানের সঙ্গে তাঁর দুই প্রতিবেশী ছিলেন। আর এই দুই প্রতিবেশী তাঁকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকেছিলেন বলে লালবাজার সূত্রে খবর।

আর এখানেই গোয়েন্দাদের প্রশ্ন, তাহলে কি রজ্জাক খান খুনে তাঁর দুই প্রতিবেশী জড়িত রয়েছেন? আর সেই কারণেই তদন্তকারীরা ওই দুই প্রতিবেশীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন বলে লালবাজার সূত্রে খবর। শুধু তাই নয়, আটক দুই প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসাবাদে উঠে আসা তথ্য রেকর্ডও করা হচ্ছে। পাশাপাশি, রজ্জাকের একটি ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। কারণ, ঘটনার দিন কার-কার সঙ্গে কথা বলেছিলেন নিহত তৃণমূল নেতা, কোন-কোন নম্বর থেকে তাঁর কাছে ফোন এসেছিল, সেই সব জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এদিকে লালবাজার সূত্রে খবর, তদন্তে নেমে পুলিশ ঘটনাস্থলের আশেপাশের দোকানদার এবং অন্যান্য প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য সংগ্রহ করছে। তাঁদেরও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে দুষ্কৃতীদের স্কেচ তৈরি করছেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, উত্তর কাশিপুর থানা এলাকায় তৃণমূল নেতা রেজ্জাক খানকে যখন খুন করা হয় তখন তিনি বাইকে করে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় চার থেকে পাঁচ জন দুষ্কৃতী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় এবং এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। প্রায় চার রাউন্ড গুলি চলে বলে অনুমান তদন্তকারীদের। গুলিতে আহত হয়ে যখন তিনি রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। সেই সময় ধারাল অস্ত্র দিয়ে রজ্জাককে কোপায় দুষ্কৃতীরা।

শুক্রবার রাতেই কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আসেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার। ঘটনার দিন পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা বলেন, 'পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমে আততায়ীদের গ্রেপ্তার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।'

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই আমাকে নোটিস পাঠিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে: কৌস্তভ বাগচী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তাঁকে নোটিস পাঠিয়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। শনিবার এমনটাই দাবি করলেন বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে এক রোগীর মৃত্যুকে ঘিরে ব্যারাকপুরে একটি বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাত চরমে ওঠে কৌস্তভ বাগচীর। সেই ঘটনায় মোহনপুর থানা থেকে পাঠানো নোটিস পেয়ে এদিন সকাল ১১টা নাগাদ হাজিরা দেন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী। যদিও মিনিট ১৫ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারী অফিসাররা। থানা থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র নিশানা করলেন বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী। তিনি বলেন, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাত ২-৫০ মিনিট নাগাদ পুলিশ পাঠিয়ে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করেছিল, সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তাঁকে হেনস্তা করা হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী রাজনৈতিক দলের লোকজন কিংবা যারা সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলবে তাদেরকে হেনস্তার শিকার হতেই হবে। তিনি

আরও বলেন, কেউ বা কারা একগাদা প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য তদন্তকারী অফিসারদের পাঠানো হয়েছিল। দেখে দেখে তদন্তকারী অফিসাররা তাঁকে প্রশ্নগুলো করছিলেন। যদিও প্রশ্নগুলো অবান্তর, অর্থহীন। আসলে তাঁকে হেনস্তা করার জন্যই ডাকা হয়েছিল। তাঁর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্নগুলো তৈরি করে পাঠিয়েছিলেন। যার কোনও মাথামুন্ডু নেই। পুলিশের পাঠানো নোটিস আর মমতা ব্যানার্জির কবিতার বই দুটো একই। কৌস্তভের সংযোজন, পুলিশ এবং তদন্তকারী এজেন্সির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন, সরকার আসবে যাবে। কিন্তু তাদের ভূমিকা তোলা থাকবে। মমতা ব্যানার্জির কবিতার বই পড়া ছেড়ে, আইনের বইপত্র পুলিশকে ভালো করে পড়ার পরামর্শ দিলেন আইনজীবী বিজেপি নেতা কৌস্তভ বাগচী। তিনি জানালেন, বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই দলীয় কার্যকর্তা কার্তিক দাস ব্যারাকপুর আদালতে মামলা করেছেন। তাছাড়া মোহনপুর থানার আইসি-সহ অন্যান্য অফিসারদের বিরুদ্ধেও আদালতে মামলা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে কর্তব্যরত চিকিৎসকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে অভিনেতা তথা তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের বিরুদ্ধে। এপ্রসঙ্গ টেনে কৌস্তভ বলেন, স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধানকে কাঞ্চন মল্লিক যথেচ্ছ গালিগালাজ করেছেন। শুধুমাত্র শাসকদলের বিধায়ক হওয়ার কারণে পুলিশ কাঞ্চন মল্লিকের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন ও আলোচনা সভা

কলকাতা: বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থ, কলকাতায় আয়োজিত হল এক বিশেষ আলোচনা সভা ও কর্মসূচি। ১৯৩২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণায় ও রকফেলর ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউট দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম জনস্বাস্থ্য গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ। এদিন মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মূল ক্যাম্পাসের অডিটোরিয়ামে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা ডঃ মানস কুমার কুণ্ডু। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রঞ্জিত কে. তিওয়ারি ও অতিথি বক্তা হিসেবে ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ পায়েল রায় চৌধুরী দত্ত।

তরুণদের প্রজনন অধিকার, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, লিঙ্গবৈষম্য, জলবায়ু পরিবর্তন, স্বাস্থ্য সমস্যা ও যুদ্ধের প্রভাবে পরিবার গঠনে তাদের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনা হয়। উঠে আসে ১৯৯৪ সালের আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা ও উন্নয়ন সম্মেলনের প্রসঙ্গও, যেখানে ব্যক্তি স্বাধীনতায় প্রজনন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার স্বীকৃত হয়। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় একটি রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতা এবং পরবর্তী সময় এক প্যানেল আলোচনার আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে, তরুণ প্রজন্মের অধিকার, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও টেকসই নীতির মাধ্যমে একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যতের বার্তা নিয়ে এবারের বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন করল এআইআইএইচ অ্যান্ড পিএইচ।

কৃষি ও মৎস্য চাষে বাড়তি গতি বৃদ্ধিতে এআই ব্যবহার

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার কৃষি ও মৎস্য চাষে বাড়তি গতি সঞ্চার করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার পরিকল্পনা নিয়েছে। কৃষি দপ্তরের পোর্টাল থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এর মাধ্যমে কৃষকদের চাষবাস সংক্রান্ত নানা সমস্যার জবাব দেওয়া হবে। কোন মরশুমে কী চাষ করতে হবে, কী ধরনের মাটিতে কোন চাষ করতে হবে, বৃষ্টি হবে কি না, এরকম নানা তথ্য এআই মারফত সরবরাহ করা হবে। কোনও ফসলে পোকা লাগলে তার ছবি তুলে পোর্টালে আপলোড করে দিলেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেই পতঙ্গ দমনের উপায় বলে দেবে। একই ভাবে মাছ চাষেও মৎস্যজীবীদের পরামর্শ দিতে একই প্রযুক্তি কাজে লাগান হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। সম্প্রতি এশিয়াটিক সোসাইটি ও পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট যৌথভাবে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিল। এই সেমিনারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে কৃষি ও মৎস্য চাষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা হয়।

রাজ্যে আসছে ৩৫ হাজার কোটি টাকার তথ্যপ্রযুক্তি বিনিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজারহাটে তৈরি হতে চলেছে তথ্যপ্রযুক্তির নতুন অধ্যায়। প্রায় ২৫০ একর জমিতে গড়ে উঠতে চলেছে বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি আইটি হাব। ইতিমধ্যেই ৪১টি সংস্থা এই প্রকল্পে জমি নিয়েছে, যার মধ্যে ২৩টি সংস্থা নির্মাণকাজ শুরু করে দিয়েছে। রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের দাবি, এই হাবে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসবে এবং এক লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় জানান, ইতিমধ্যেই ইটিটি ডেটা, এসটি টেলিমিডিয়া-সহ তিনটি সংস্থা কাজ শুরু করতে চলেছে। রিলায়েন্স, ক্যাপজেমিনি, এল অ্যান্ড টি, টিসিএস, ইনফোসিস, আইটিসি ইনফোটেকের মতো সংস্থাও জায়গা নিয়েছে। বহু সংস্থা ভবন নির্মাণ শুরু করেছে। বিনিয়োগের গতি ও আগ্রহ দেখে বোঝা যাচ্ছে, এই হাব ভবিষ্যতের প্রযুক্তি-কেন্দ্র হিসেবে রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০১১ সালের তুলনায় রাজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে রপ্তানি বেড়েছে ২৮৫ শতাংশ। এবছর রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

নতুন নির্দেশিকা পঞ্চায়েতগুলিকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুলাই মাস থেকেই শুরু হচ্ছে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের পঞ্চায়েতগুলির বার্ষিক মূল্যায়ন। এ বছর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আগের ১৭টি শর্তের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও ১০টি নতুন শর্তাবলি। এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি হল; নিজস্ব আয়ের অন্তত ৫০ শতাংশ জনস্বার্থে ব্যয় এবং আগের বছরের তুলনায় অন্তত ১০ শতাংশ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা।

নবান্ন সূত্রের খবর, এই নতুন নির্দেশিকায় পঞ্চায়েতগুলিকে কড়াভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি উন্নয়ন ও জনস্বার্থে ব্যয় না করা হয়, তবে বন্ধ করে দেওয়া হবে পারফরম্যান্স গ্রান্ট-সহ অন্যান্য সরকারি অনুদান। সরকারের মতে, এই পদক্ষেপ পঞ্চায়েতগুলিকে আরও দায়িত্বশীল করবে এবং বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নের গতি বাড়াবে।

কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ, বিশ্বব্যাংকের অর্থে নতুন স্বাস্থ্য প্রকল্পের পথে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: স্ট্রোক, হৃদরোগ ও ডায়াবিটিসের মতো গুরুতর অসংক্রামক রোগের ওষুধের খাতে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (এনএইচএম) কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ হয়ে আছে দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে। সেই কারণে রাজ্যে এই সব ওষুধ কেনা নিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, একাধিক ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে, বকেয়া মেটানো না হলে এ মাস থেকেই ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় কেন্দ্রের উপর নির্ভরতা কমিয়ে এবার বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে রাজ্য সরকার। 'উন্নত স্বাস্থ্য' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু হচ্ছে রাজ্যে, যার ৭০ শতাংশ খরচ অর্থাৎ প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা বহন করবে বিশ্বব্যাংক। বাকি ৩০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানান, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কেন্দ্র কিছু সামান্য অর্থ দিলেও, একাধিকবার অনুরোধ সত্ত্বেও তারপর আর কোনো বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। ফলে রাজ্যের হাতে বিকল্প রাস্তা ছিল না বলেই এই পদক্ষেপ।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, একাধিক জেলার রিজার্ভ স্টোর ও মেডিক্যাল কলেজে বিপুল পরিমাণ বকেয়া রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থাগুলি স্বাস্থ্য দপ্তরকে লিখিতভাবে জানিয়েছে, অবিলম্বে বকেয়া না মেটালে তারা স্ট্রোক, হৃদরোগ ও ডায়াবিটিসের ওষুধ সরবরাহ বন্ধ করবে।

উল্লেখ্য, এই সব রোগের ওষুধের খরচ কেন্দ্রীয় সরকারের 'নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ' বা অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচির আওতায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন থেকেই দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রের অনিয়মিত বরাদ্দ ও দীর্ঘ সময় ধরে অর্থ আটকে রাখার ফলে ২০২৩ থেকে ২০২৫-এর মধ্যে ওষুধ কেনার বিপুল খরচ রাজ্যের ঘাড়ে এসে পড়েছে। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর মোট মৃত্যুর ৬৫ শতাংশই এই অসংক্রামক রোগগুলির জন্য হয়। প্রতি বছর প্রায় ৫৫ লক্ষ মানুষ হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের কারণে মারা যান। এসব রোগের চিকিৎসায় সাধারণ মানুষের ব্যয়ও সর্বাধিক। ফলে সরকারি হাসপাতালে ওষুধ সরবরাহ বন্ধ হলে এক বিরাট জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের সিভিল সার্ভিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিস স্টাডি সেন্টারে শুরু হল ১০ মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এই কোর্সে প্রিলিমস, মেইনস এবং মক টেস্ট; তিনটি পর্যায়ই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সাফল্যের কোনও শর্টকাট নেই। হাসুন, সুখী থাকুন, ধ্যান করুন, শরীরচর্চা করুন। স্বপ্ন দেখুন; আকাশই সীমা। কখনওই কম কিছুতে থেমে যাবেন না।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা ১৩ জুলাই ২০২৫, ২৮ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার

এক নজরে

টাকা আত্মসাৎ, ধৃত ২

■ সাহারা গোষ্ঠীর সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ইডির হাতে গ্রেপ্তার দুই। ইডি সূত্রে খবর, ধৃত দুই ব্যক্তি জিতেন্দ্র প্রসাদ ভার্মা, অনিল আব্রাহাম। এই অনিল আব্রাহাম সাহারার প্রাক্তন ম্যানেজার ছিলেন বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে আমানতকারীদের টাকা নিজেদের পকেটে পুরে প্রতারণা করার অভিযোগ উঠেছে এই অনিল আব্রাহাম ও জিতেন্দ্র প্রসাদ ভার্মার বিরুদ্ধে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সাহারার সম্পত্তি বিক্রি করে আমানতকারীদের ফেরানো হচ্ছে। এই সম্পত্তি বিক্রির কিছু টাকাই ব্যাংকের মাধ্যমে সেবি অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে। বাকি টাকা নগদে 'ডিল' করে নিজেরা আত্মসাৎ করেছেন বলেই অভিযোগ এই দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই অভিযোগর ভিত্তিতে পৃথকভাবে মামলা রুজু করে ইডি। দুই অভিযুক্তকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে সেবি নির্দেশ দিয়েছিল, সাহারা গ্রুপের দুটি কোম্পানি, সাহারা ইন্ডিয়া রিয়েল এস্টেট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং সাহারা হাউজিং ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড-কে বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা ফেরত দিতে হবে। ওই দুই সংস্থাই নিয়ম ভেঙে তহবিল সংগ্রহ করেছিল বলে অভিযোগ ওঠে।

প্রতারণা, ধৃত ২

■ হোয়াটস অ্যাপের ডিপিতে পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান সোমনাথ দে-র নাম-ছবি ব্যবহার করে প্রতারণার চেষ্টার অভিযোগে ধৃত দুই যুবক। অভিযোগ, কলকাতা কর্পোরেশনের ১২ নম্বর বোরো চেয়ারম্যান সুশান্ত ঘোষকে বৃহস্পতিবার হোয়াটস অ্যাপে ফোন করেন এক ব্যক্তি। নিজেকে পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান দাবি করে প্রথমে সুশান্ত ঘোষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন ওই ব্যক্তি। তারপর ওই বোরো চেয়ারম্যানকে যৌথভাবে প্রোমোটারি ব্যবসা করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। বিষয়টি নজরে আসতেই শুক্রবার দুপুরে খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পানিহাটি পুরসভার পুরপ্রধান সোমনাথ দে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে খড়দা থানার পুলিশ। দত্তপুকুর থানার নেতাজিপল্লিতে হানা দিয়ে দুই প্রতারক যুবক শুভজিৎ রায় ও বিক্রম রায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এই প্রতারণা চক্রে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা।

উচ্ছেদ অভিযান

■ কলকাতার লর্ডসের মোড়ে উচ্ছেদ অভিযান। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারি জমি জবর-দখল করে রয়েছেন তাঁরা। আর এই উচ্ছেদ অভিযান ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে লর্ডসের মোড়। স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন কলকাতা পুরসভা ও কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণ করা জমি দখল মুক্ত করা হয়। পুরসভার তরফ থেকে এই অভিযান করতে গিয়ে কর্মীরা প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়েন। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের হাতে থাকা ২৯ কাঠা জমি দখল মুক্ত করার নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ মেনে শনিবার কলকাতা পুরসভা আটটি ডাম্পার, একটি জেসিবি ও একটি টেলিয়ান নিয়ে যাওয়া হয় লর্ডসের মোড়ে। এরপর দুপুর থেকে শুরু হয় উচ্ছেদ অভিযান। কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরসভার যৌথ উদ্যোগে দখল মুক্ত অভিযান চালু হয়। আর কলকাতা পুরসভার এই অভিযানের প্রতিবাদ দেখাতে থাকেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা এও জানান, কোনও রকম নোটিস ছাড়াই এই ভাঙাভাঙি শুরু হয়। এমনকী এ ব্যাপারে কোনও মৌখিকভাবেও কিছুই তাঁদের জানানো হয়নি বলে অভিযোগ। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী জানান, 'আমাদের বলা হয়নি দোকান ভাঙব। কোনও নোটিস দেওয়া হয়নি। মুখেও বলেনি।' এই প্রসঙ্গেই আরও এক ব্যবসায়ী জানান, 'দুপুর দু'টো নাগাদ এখানে এসে প্রায় ১২০টা দোকান ভেঙে দিয়েছে।'

কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ

'তোষণের রাজনীতি', বিস্ফোরক অভিযোগ শুভেন্দু অধিকারীর

প্রশ্নের মুখে কমিশনের নিরপেক্ষতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন নিয়োগকে ঘিরে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, এই নিয়োগ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে আরও কলুষিত করার ষড়যন্ত্র, তোষণের রাজনীতি আবারও প্রকাশ্যে এল।

শুভেন্দু অভিযোগ করেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সেলিম বক্স মণ্ডলকে কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে। এক্স-এ (সাবেক টুইটার) পোস্টে তিনি লেখেন, ড. মণ্ডল রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। তাঁকে এই পদে বসিয়ে কলেজের নিয়োগ পরীক্ষার পুরো দায়িত্ব কার্যত এক বিশেষ গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হল।

শুভেন্দুর অভিযোগ, এই নিয়োগ নিছক প্রশাসনিক নয়, বরং কলেজে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগে পক্ষপাতিত্ব ও দলীয় স্বার্থে তোষণের নীল নকশার অংশ। তাঁর কথায়, শিগগিরই রাজ্যের কলেজগুলোতে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হতে চলেছে। তার আগে এই নিয়োগ একপ্রকার 'সেটিং'; যাতে নির্বাচিত গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদেরই সুযোগ করে দেওয়া যায়।

তিনি আরও বলেন, এই একচোখা ও পক্ষপাতদুষ্ট পদ্ধতিতে নিয়োগ হলে আগামী প্রজন্মের শিক্ষার মান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্র স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত না হলে গোটা ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতার কটাক্ষ, এই পদে নিয়োগের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রভাব বাড়ানো নয়, বরং শাসক দলের ঘনিষ্ঠদের জন্য নিয়োগের পথ মসৃণ করা। এই নিয়ে এখনই কলেজ সার্ভিস কমিশনের ভূমিকা, স্বচ্ছতা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে বিরোধী মহল।

'তৃণমূল কংগ্রেস এখন হার্মাদদের আশ্রয়দাতা'

মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন শমীক ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'হার্মাদ মানে আর শুধু সিপিএম নয়, এখন ওরা তৃণমূল কংগ্রেসের অংশ', বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, ২০০৮ সাল থেকেই এই রূপান্তর শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর, সেই সব হার্মাদরাই আজ তৃণমূলের নেতা, নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে উঠেছেন। প্রশাসনের সঙ্গে আঁতাত করে সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দেওয়াই এখন রাজনীতির কৌশল হয়ে উঠেছে।

তিনি আরও বলেন, ভাঙড়ের ছেলে থানার সামনে গাড়ি ভাঙছে, এটা শুধু একটা ছবি নয়। তমলুক, কোচবিহার, পুরুলিয়া-বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর বা পূর্ব মেদিনীপুর; সব জেলাতেই বোমাবাজির সময় বারবার উঠে এসেছে 'হার্মাদ' শব্দটা। আগে এরা ছিল সিপিএমের ছত্রছায়ায়, এখন তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ।

নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও তোপ দাগেন তিনি। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেসের এক ঘোষিত এজেন্ডা রয়েছে; রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ভোটার তালিকায় নাম তুলে দেওয়া। আমরা ইতিমধ্যে এগারো লক্ষের বেশি সন্দেহজনক ভোটার চিহ্নিত করে কমিশনে জমা দিয়েছি। অথচ তৃণমূল নেতারা দিব্যি টিভি ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে বলে, একজন বাংলাদেশিও বাদ যাবে না!

পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীকেও বিঁধেছেন শমীক। তাঁর বক্তব্য, একদিন বিধানসভায় বিরোধীদের বিরুদ্ধে কাগজ ছুড়ে কাঁদছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর আজ তিনদিন পরেই বলছেন, বিরোধীদের বিরুদ্ধে কিছু নেই! বাংলার এই পার এবং ওপার; মানে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ; এখন একাকার হয়ে যাচ্ছে। তাঁরা এপারে এসে গান গাইছেন, কবিতা বলছেন। অথচ মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়ের নামে যাঁরা অতীতে প্রতিবাদ করেছেন, আজ তাঁরা নিশ্চুপ। সবশেষে তাঁর তির্যক মন্তব্য, বাংলাদেশে যখন মেয়েদের জোর করে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বিরোধী নেতাদের গুলি করা হচ্ছে, তখন ভারতের তথাকথিত মানবাধিকার কর্মীরা কোথায়?

বিজেপি সভাপতি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, আমরা এই রাজনীতির প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনে বাংলাকে এই অপরাজনীতি ও সমাজবিরোধীদের দখল থেকে মুক্ত করতেই হবে।

বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের আটক ও হেনস্তার ঘটনার নিন্দা করে প্রতিবাদী মিছিলে হাঁটলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। *ছবি- অদিতি সাহা*

ভাটপাড়ার মানিকপীরে জুয়ার আসর থেকে ধৃত ১২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জুয়ার আসর থেকে গ্রেপ্তার ১২। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার ভোর রাতে ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের মানিকপীরে ১৮ নম্বর গলির একটি বাড়িতে আচমকা হানা দেয় ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা। ওই জুয়ার আসর থেকে তদন্তকারী তৃণমূল নেতা লাল্টু সাউ-সহ ১২ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। সেই সঙ্গে জুয়ার আসর থেকে প্রায় ৬৪ হাজার টাকা এবং জুয়া খেলার সামগ্রী পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গিয়েছে, ধৃত লাল্টু সাউ আগে ভাটপাড়া পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে লাল্টু ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের বুথ ইনচার্জ। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, জুয়া খেলা থেকে শুরু করে মাদক বিক্রি, অস্ত্র পাচার, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এখন সবেতেই জড়িত তৃণমূলের লোকজন। আসলে এটাই তো তৃণমূলের কালচার। তাঁর দাবি, মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় পুলিশের মদতে সারা বাংলা জুড়ে সাট্টা, জুয়ার রমরমা কারবার চলছে। আর জুয়ার আসরের ভাগবাটোয়া নিয়ে তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে লড়াই চলছে। তাঁর অভিযোগ, ভাটপাড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের তিনসুতিয়া লাইনে জুয়া খেলা চলছে। অথচ পুলিশ ওই ঠেকে হানা দিচ্ছে না।

আগামীদিনে ব্যারাকপুরে শাসকদলে বড় ধরনের ভাঙন হবে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামীদিনে ব্যারাকপুরে শাসকদলে বড় ভাঙন হবে। শুক্রবার রাতে আমডাঙার নীলগঞ্জ মোড়ে পথসভা-সহ যোগদান পর্বে হাজির হয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। এদিন বেড়াবেরি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য অনুপ বিশ্বাস সদলবলে ঘাসফুল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে যোগদান করলেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, এদিন ৩০০ জন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করলেন। আগামীদিনে ব্যারাকপুরে তৃণমূলে আরও ভাঙন ধরবে। পুরসভার কাউন্সিলর থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সদস্য অনেকেই বিজেপিতে যোগ দেবেন। হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, কৌস্তভ বাগচী, কুন্দন সিং প্রমুখ।

পরিবেশকর্মী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত রবীন্দ্র সরোবরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা প্রতিবাদী হিসাবেই পরিচিত বঙ্গ সমাজে। দীর্ঘদিন ধরেই রবীন্দ্র সরোবরকে বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েও যাচ্ছেন তিনি। রবীন্দ্র সরোবরের ভিতরে যে কোনও ধরনের অনৈতিক ঘটনা যা পরিবেশের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে তার প্রতিবাদ তিনি করেছেন। এবার এই মহিলা পরিবেশকর্মীকেই আক্রান্ত হতে দেখা গেল। সূত্রে খবর, গত ১০ জুলাই বিকেলে সুমিতা রবীন্দ্র সরোবর গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন তিন যুবক মাঝ রাস্তায় শুয়ে রয়েছেন। তার মধ্যে একজন আবার রেলিংয়ের গায়ের কাছে শুয়ে রয়েছেন। তিনি প্রতিবাদ করে তাঁদের সেখান থেকে সরে যেতে বলেন। আবেদন করেন যাতে তাঁরা বেঞ্চে গিয়ে বসেন। তখনই ওই যুবকরা তাঁকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয়। ঘটনার এখানেই শেষ হয়নি। সেই সময় এক ব্যক্তি ওই যুবকদের সমর্থনে এসে মহিলা পরিবেশ কর্মীকে নানান অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করতে থাকে।

বিকৃত ও অশ্লীল ছবি ছড়ানোর অভিযোগে থানার দ্বারস্থ রাজন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনারপুর: নিজের বিকৃত ও অশ্লীল ছবি ছড়ানোর অভিযোগে অবশেষে সোনারপুর থানার দ্বারস্থ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বহিষ্কৃত নেত্রী রাজন্যা হালদার। মুখ খোলার ১৩ দিন পর শনিবার তিনি এ ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করেন সোনারপুর থানায়। রাজন্যার অভিযোগ, কসবার ল' কলেজ ধর্ষণকাণ্ডের পরেই তাঁকে টার্গেট করে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে এই ছবি ছড়ানো হয়। তাঁর দাবি, এআই ব্যবহার করে তৈরি করা এইসব বিকৃত ছবি ছড়ানো হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের ফোনে, যাতে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনার সঙ্গে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের একাংশের যোগ রয়েছে বলেও ইঙ্গিত করেন রাজন্যা। যদিও এফআইআরে নির্দিষ্ট কারও নাম উল্লেখ করেননি, তবে পুলিশ চাইলে অভিযুক্তদের কয়েকজনের নাম জানাতে রাজি বলে জানান তিনি। এর পাশাপাশি অভিযোগপত্রে রাজন্যা তাঁর বিরুদ্ধে ছড়ানো কিছু ছবি পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং ছবি বিকৃত কি না, তা প্রযুক্তিগতভাবে যাচাই করে রিপোর্ট দিতে অনুরোধ করেন। পাশাপাশি দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবিও জানান তিনি। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক চললেও এতদিন পুলিশে অভিযোগ না জানানোর কারণে বিরোধীরা যেমন প্রশ্ন তুলছিল, তেমনি শাসকদলের মধ্যে থেকেও ওঠে প্রশ্ন। শাসকদলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করা হয়েছিল। কলকাতা পুরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের কন্যা তথা মহিলা তৃণমূল নেত্রী প্রিয়দর্শিনী ঘোষ সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'এখনই কেন মুখ খুললেন রাজন্যা? এতদিন চুপ কেন ছিলেন?' তাঁর মতে, এত গুরুতর অভিযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানানো উচিত ছিল রাজন্যার। তবে বিজেপির শঙ্কর ঘোষও রাজন্যাকে পরামর্শ দেন অভিযোগ দায়ের করার। এর পাশাপাশি এই বিতর্কের মাঝে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ রাজন্যাকে ফোন করেছিলেন। সেই ফোনালাপ নিয়েও শুরু হয় জোর গুঞ্জন।

স্ট্রং মনসুন ফ্লো! বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দক্ষিণে, ভারী বর্ষণ উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, 'স্ট্রং মনসুন ফ্লো' রয়েছে। এর কারণে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। সঙ্গে এও জানিয়েছে, মৌসুমী অক্ষরেখা জামশেদপুর, দিঘা হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমী অক্ষরেখা-সহ তিনটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দেশজুড়ে। ছত্তিসগড়, হরিয়ানা ও অসমে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এও জানিয়েছে, উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত। এদিকে আবার রবিবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেও। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পুরুলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলাতে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এদিকে কলকাতায় রবিবার ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আজ রবিবার ও সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। স্ট্রং মনসুন ফ্লো-র প্রভাবেই দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি।শনিবার মূলত মেঘলা আকাশ। কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। জলীয় বাষ্প বেশি থাকবে বাতাসে। রোদ উঠলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও বাড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, কলকাতায় শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রত ৯৭ শতাংশ।

কুমোরটুলি গঙ্গাঘাটের সংস্কার করার ভার নিল আদানি গোষ্ঠী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কুমোরটুলি: কুমোরটুলি ঘাটের সংস্কারে হাত দিতে চলেছে আদানি গোষ্ঠী। কারণ, বছর বছর ধরে গঙ্গার ধারে ইতিহাসের কত ঘটনার বাহক এই ঘাটটি। কিন্তু সাধারণের যাওয়ার জন্য কার্যত অনুপযোগী। বর্ষাকালে তো আবার প্রাণ হাতে নিয়ে সেখানে যাতায়াত করেন স্থানীয়রা। এবার সেই কুমোরটুলি ঘাটের রূপ ফেরানোর দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিল আদানি গোষ্ঠী। শুক্রবার এই বিষয়ে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষ (শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পোর্ট), এর সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন লিমিটেড (এপিএসইজেড)। সঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, স্থানীয় থেকে পর্যটকরা যাতে প্রত্যেকেই নিরাপদে এই ঘাটে চলা ফেরা করতে পারেন, সেই বিষয়টাকেই সুনিশ্চিত করতে এই কাজ নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছে আদানি গোষ্ঠী। কারণ, এই ঘাট সংলগ্ন কুমোরটুলি এবং সেখানকার প্রতিমা নির্মাণ, শিল্পও কয়েকশো বছর ধরে কলকাতার স্থানীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে। অবশ্য গত বেশ কয়েক বছর ধরে এই কুমোরটুলি ঘাটের অবস্থা ক্রমশ সঙ্গিন হয়েছে।

বছরের পর বছর গঙ্গার জলে ঘাটের ক্ষয় এবং একই সঙ্গে স্থানীয়দের উদাসীনতায় যে ভাবে এই ঘাট ও সংলগ্ন এলাকায় জঞ্জাল জমেছে, সেটাও রীতিমতো চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় এই ঘাটের সংস্কার এবং পরিচ্ছন্নতা দু'য়েরই প্রয়োজন। ঘাট রক্ষা ও সংস্কারের জন্যে আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরকে 'পাবলিক, প্রাইভেট পার্টনারশিপ' এর গুরুত্বপূর্ণ নজির বলেই মনে করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা বন্দরের চেয়ারপার্সন রথেন্দ্র রমণ বলেন, 'এটা নিছক একটি সংস্কার কর্মসূচি নয়। এটাকে শুধু কোনও পুনঃস্থাপন বা পুনরুদ্ধার প্রকল্প হিসাবেই আমরা দেখছি না। বরং বাংলার ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে তোলার একটা মাধ্যমও।'

এপিএসইজেড,এর পক্ষ থেকে সংস্থার বিজনেস ডেভলপমেন্ট বিভাগের প্রেসিডেন্ট সুব্রত ত্রিপাঠী বলেন, 'কলকাতার মানুষের সঙ্গে এই ঘাটের আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। এমন একটি ঘাট সংস্কারের দায়িত্ব পেয়ে আমরা অত্যন্ত সম্মানিত।' জানা গিয়েছে, এই সংস্কারের কাজ কলকাতা বন্দরের আওতাভুক্ত জমিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

তবে এই কালীঘাটের পরে কুমোরটুলি নিয়ে এই উদ্যোগে জন্ম দিল নয়া এক জল্পনার। প্রশ্ন উঠে গেল, কলকাতার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত এবং বাঙালিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্ডমার্কগুলির সংস্কারে এবার কি বিভিন্ন শিল্পগোষ্ঠী যুক্ত হওয়া শুরু করল?

সম্পাদকীয়

পড়ুয়া নেই, স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে রোগ এখন কলেজের চৌকাঠে, তবুও নির্বিকার রাজ্যের শিক্ষা দফতর

এ রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা। শয়ে শয়ে প্রাথমিক স্কুল উঠে গিয়েছে, যার কোনও হিসেব নেই। গত এক থেকে দেড় দশকে কয়েকশো সরকারি ও সরকার পোষিত বাংলা মাধ্যম স্কুল উঠে যাওয়ার দোরগোড়ায়। সরকারের যুক্তি, পড়ুয়া নেই। অথচ নাকের ডগায় বেসরকারি ইংলিশ মাধ্যম স্কুলে পড়ুয়ার অভাব নেই। ম্যাজিক! এভাবেই ম্যাজিকের মতো একের পর স্কুলের ঝাঁপ পড়ছে। কয়েকটায় পড়বার অপেক্ষা। হেলদোল নেই প্রশাসনের। রোগ কিন্তু গভীর হচ্ছে। স্কুলের গণ্ডি ছাড়িয়ে রোগ এবার কলেজের চৌকাঠে। গত ২ বছরের পরিসংখ্যান বলছে, শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়ে যাওয়ার ৩-৪ মাস কেটে গেলেও কলেজগুলিতে স্নাতকস্তরে ভুরি ভুরি আসন ফাঁকা। গ্রাম, মফঃসসল বাদ দিন, কলকাতার নামী কলেজগুলোতে পর্যন্ত স্নাতকে আসন ফাঁকা। পরবর্তীকালে কলেজগুলো আলাদা ভাবে ফের অ্যাডমিশন উইন্ডো খুলে ভর্তি করছে। কিন্তু তখন আর পড়ুয়া কোথায়? উল্টোদিকে দেখুন বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ার অভাব নেই। সেখানেও ওই একই ম্যাজিক! কলেজে ড্রপ আউটের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। চিন্তা বাড়ছে ইঞ্জিনিয়রিং কলেজগুলিকে নিয়েও। ওবিসি জটে আটকে রয়েছে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি। ফলে দিশাহীনতার মধ্যে কাটছে রাজ্যের মধ্যবিত্ত, গরিব মেধাবী পড়ুয়াদের দিন। নামী সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে আসন সংখ্যা পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। রাজ্যে সরকারি চাকরির সুযোগ সঙ্কুচিত হতে থাকায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ঝোঁক বেড়েছে। অনেকটাই বৃদ্ধি করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের আসন। কিন্তু, এবার সেখানেও জটিলতা। যথাসময়ে পরীক্ষা হলেও ওবিসি জটে এখনও ফল প্রকাশ হয়নি ডাবলুবিজেইই বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার। ফলে থমকে রয়েছে রাজ্যের সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভর্তি। যে পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা রয়েছে তারা এর ভরসায় বসে না থেকে জেইই (মেইন) বা জয়েন্ট এন্ট্রান্স মেইন পরীক্ষার ভিত্তিতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত মধ্যবিত্ত ও গরিব মেধাবী পড়ুয়াদের একমাত্র ভরসা সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ তারা ভূগছে চূড়ান্ত দিশাহীনতায়।

শব্দবাণ-৩২৭

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. যোগাভাব ৩. পুত্র ৫. রক্ত ৬. লেজ ৭. হর্ষ ৯. সেপাই ১১. বনিবনা ১২. সূর্য।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শত্রু ২. অতিনিম্ন ৩. রুক্ষ ৪. বন ৭. তাপ ৮. সামাজিকতা ৯. বস্তুত ১০. শক্ত।

সমাধান: শব্দবাণ-৩২৬

পাশাপাশি: ২. জগদগুরু ৩. রাজমুকুট ৬. সরলরেখা ৭. বরখেলাপ।

উপর-নীচ: ১. আত্মবিশ্বাস ২. জঠরানল ৪. মুখখারাপ ৫. টঙ্কবিজ্ঞান।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রকাশ মেহেরা

১৯৩৯ বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক প্রকাশ মেহেরার জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মনামী ঘোষের জন্মদিন।
১৯৯০ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রণব মোহনলালের জন্মদিন।

রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের বাড়বাড়ন্তে শঙ্কিত সমাজপরিসর

শান্তনু রায়

শাসক দলের পক্ষ থেকে সাফাই দেওয়া হচ্ছে বারো ঘন্টার মধ্যে তো অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে সরকার যা অন্যরাজ্যে নাকি হয়না। বলাবাহুল্য অপরাধের খবর পাওয়া মাত্র ঘটনার গুরুত্ব বুঝে পুলিশ ত্বরিত পদক্ষেপ নেবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ,সে যত প্রভাবশালীই হোক না কেন-এই তো স্বাভাবিক এবং নাগরিকদের প্রত্যাশিত।সেই নিরিখে এই জঘন্য ঘটনার প্রেক্ষিতে এ যাবত পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে আলাদা করে উল্লেখ করার কি আছে? তবু বাড়তি কৃতিত্ব নেবার তাগিদে 'ত্বরিত পদক্ষেপ' নেওয়া হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদে একে ঢাল করে উচ্চকিত হয়ে শিক্ষাঙ্গনে সীমাহীন দুর্নীতি ও নৈরাজ্যকে চাপা দেওয়ার অপপ্রয়াস সচেতন নাগরিকের নজর এড়ায় না। বস্তুত কলেজগুলিতে বিবিধ ঘটনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষদের বয়ান কিংবা ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান যে আগ্রাসী রাজনৈতিক দাপটে অনেক কলেজেই প্রশাসনিক কাজকর্ম আর অধ্যক্ষ কিংবা কলেজ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনে নেই— তারা ঠুঁটো জগন্নাথ। রাজনৈতিক স্বার্থে কলেজগুলিতে শাসকদলের আধিপত্য রাখতে একদিকে দলীয় সাংসদ, বিধায়ক এমনকি পৌর প্রতিনিধির এক একজনকে একাধিক কলেজ পরিচালন সমিতির মাথায় বসিয়ে অন্যদিকে দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের স্নেহধন্য ছাত্র নামধারী কিছু ব্যক্তি বা প্রাক্তনীকে কর্তৃপক্ষের একাংশের সাথে যোগসাজশে কলেজের সর্বময় কর্তা বা 'দাদা' হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। হয়ত মেডিকেল কলেজগুলির মত আইন কলেজগুলির ক্ষেত্রেও এই অপকর্মে কিছু বাড়তি সুযোগও আছে — মেডিক্যাল কাউন্সিল ও বার কাউন্সিল রাজ্য শাসকদলের নিয়ন্ত্রনে থাকায়।

মাস দশেক আগের অভয়া কাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মহানগরীর এক আইন কলেজের মধ্যে সন্ধ্যা রাতেই গণধর্ষণ ও নিগ্রহের শিকার সেই কলেজেরই এক ছাত্রী শাসকদলের ছাত্র শাখার 'সম্পদ' কলেজের গুণধর এক প্রাক্তনী ও আংশিক সময়ের অশিক্ষক কর্মচারী ও তার সহচর দুই পড়ুয়া ছাত্র দ্বারা। বেপরোয়াভাবে যৌন নিগ্রহের এ ঘটনায় শঙ্কিত কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীদের অভিভাবকবৃন্দ -নতুন করে স্তম্ভিত বিক্ষুব্ধ হতাশ নাগরিক সমাজ । যখনই এরকম ঘটনা ঘটে রাজ্যের শাসক দল ও প্রশাসনের শীর্ষস্তর থেকে একটা দাবি তারস্বরে করা হয় যে এ রাজ্যে নারীরা নাকি সর্বাধিক সুরক্ষিত এদেশের অন্য রাজ্যের তুলনায় ।রাজ্যবাসীর অবশ্য ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতা হয়েছে যে যেমন বিজয়োল্লাশে রাজনৈতিক প্রতিহিংসায় প্রতিদ্বন্দ্বদলের সমর্থকের বাড়িতে ছোঁড়া বোমায় ন'বছরের কিশোরীর শরীরটা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে-, তেমনই এ মহানগরীর 'পশ' এলাকায় একটি কলেজের অভ্যন্তরেই ঘোষিত 'সুরক্ষা ব্যবস্থা'র মধ্যেও কলেজে আসা এক ছাত্রী ধর্ষিত হতে পারে স্বদলীয় প্রাক্তনীর দ্বারা।

বস্তুত এ জামানায় নারী ও শিশু সুরক্ষা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তা আবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল এ জাতীয় সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ।

দক্ষিণ কোলকাতা আইন কলেজের ধর্ষণের ঘটনার আরও উল্লেখযোগ্য দিক হল ধর্ষিতা এবং অভিযুক্তরা শাসক দলেরই ছাত্র সংগঠনের সদস্য এবং অপরাধীরা এতটাই বেপরোয়া যে কলেজের গার্ডরুম থেকে গার্ডকে বের করে দিয়ে ও কলেজের গেট বন্ধ করে অপকর্ম চালায় এবং গার্ডও বাধা দেওয়া বা প্রতিবাদ করা তো দুরঅস্ত এরকম একটি ঘটনা যে চলছে সে সংবাদ কলেজ কর্তৃপক্ষকে তৎক্ষণাৎ তো জানায়নি-পরেও জানানোর প্রয়োজনটুকুও অনুভব করেনি।জানা গেছে যে ঘটনার সময় কলেজের উপাধ্যক্ষ কলেজেই ছিলেন অথচ তিনি নাকি কিছুই জানতে পারেননি-প্রধান অভিযুক্ত ঘটনার পরের দিনই তাঁর সঙ্গে এবং দলীয় নেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বললেও। কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়ে রাজনীতির ছত্রছায়ায় থাকা এই অপরাধীদের দুঃসাহস এর থেকেই অনুমেয়।

আর জি কর কাণ্ডের সঙ্গে এই ধর্ষণ কাণ্ডের কিছু মিল নজরে আসে । সেই ঘটনায় তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ যার বিরুদ্ধে ছিলো দুর্নীতির ভুরি ভুরি অভিযোগ তিনি যথা সময়ে পুলিশের কাছে এফ আই করেননি ; আইন কলেজের ক্ষেত্রেও ঘটনা কলেজের মধ্যে ঘটলেও কর্তৃপক্ষের তরফে থানায় কোন অভিযোগ জানানো হয়নি যদিও একজন অভিযুক্ত কলেজের প্রাক্তনী ও আংশিক সময়ের অশিক্ষক কর্মচারী ও তার স্যাঙ্গাত দুজনও কলেজের ছাত্র।

শাসক দলের পক্ষ থেকে সাফাই দেওয়া হচ্ছে বারো ঘন্টার মধ্যে তো অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছে সরকার যা অন্যরাজ্যে নাকি হয়না। বলাবাহুল্য অপরাধের খবর পাওয়া মাত্র ঘটনার গুরুত্ব বুঝে পুলিশ ত্বরিত পদক্ষেপ নেবে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ,সে যত প্রভাবশালীই হোক না কেন-এই তো স্বাভাবিক এবং নাগরিকদের প্রত্যাশিত।সেই নিরিখে এই জঘন্য ঘটনার প্রেক্ষিতে এ যাবত পুলিশি পদক্ষেপ নিয়ে আলাদা করে উল্লেখ করার কি আছে? তবু বাড়তি কৃতিত্ব নেবার তাগিদে 'ত্বরিত পদক্ষেপ' নেওয়া হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদে একে ঢাল করে উচ্চকিত হয়ে শিক্ষাঙ্গনে সীমাহীন দুর্নীতি ও নৈরাজ্যকে চাপা দেওয়ার অপপ্রয়াস সচেতন নাগরিকের নজর এড়ায় না। বস্তুত কলেজগুলিতে বিবিধ ঘটনার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষদের বয়ান কিংবা ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান যে আগ্রাসী রাজনৈতিক দাপটে অনেক কলেজেই প্রশাসনিক কাজকর্ম আর অধ্যক্ষ কিংবা কলেজ কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনে নেই-তারা ঠুঁটো জগন্নাথ। রাজনৈতিক স্বার্থে কলেজগুলিতে শাসকদলের আধিপত্য রাখতে একদিকে দলীয় সাংসদ ,বিধায়ক এমনকি পৌর প্রতিনিধির এক একজনকে একাধিক কলেজ পরিচালন সমিতির মাথায় বসিয়ে অন্যদিকে দীর্ঘদিন ছাত্র সংসদের নির্বাচনের ব্যবস্থা না করে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের স্নেহধন্য ছাত্র নামধারী কিছু ব্যক্তি বা প্রাক্তনীকে কর্তৃপক্ষের একাংশের সাথে যোগসাজশে কলেজের সর্বময় কর্তা বা 'দাদা' হয়ে ওঠার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। হয়ত মেডিকেল কলেজগুলির মত আইন কলেজগুলির ক্ষেত্রেও এই অপকর্মে কিছু বাড়তি সুযোগও আছে-মেডিক্যাল কাউন্সিল ও বার কাউন্সিল রাজ্য শাসকদলের নিয়ন্ত্রনে থাকায়।

অনেকের হয়তো স্মরণে আছে 'পরিবর্তনে'র পর পরই ঘটা পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ কাণ্ড থেকে আরম্ভ করে কামধুনি বা হাঁসখালির ঘটনায় রাজ্যের শাসক দল ও প্রশাসনিক প্রধানের কি মনোভাব ও প্রতিক্রিয়া ছিল । অনতি অতীতে কোলকাতায় আবার ধর্ষণের ঘটনা ঘটে প্রায় একযুগ আগে ২০১২য় পার্ক স্ট্রিটে যা পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণকাণ্ড নামে পরিচিত এবং যে ঘটনা আদালতের রায়েও প্রমানিত যদিও পলাতক মূল আসামী কাদের খান ও তার সঙ্গী ধরা পড়েনি ২০১৫'য় নির্যাতিতা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সুজেট জর্ডন এ পৃথিবীকে গুডবাই জানিয়ে চলে যাবার আগে-হয়ত আসামীর মাথার উপর বড় হাত থাকায়। তাকে আশ্রয় দেবার অভিযোগ যার বিরুদ্ধে তিনি অবশ্য পরে দলে যোগ দিয়ে সাংসদ পর্যন্ত হয়েছিলেন ।অন্যদিকে সেই গণধর্ষনকাণ্ডে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েই প্রশ্ন উঠলেও তদন্তের আগেই প্রশাসনিক শীর্ষ মহল থেকেই প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় জানান হয়েছিল ,সাজানো ঘটনা-কোলকাতা পুলিশের তৎকালীন গোয়েন্দা প্রধানকে সরতে হয়েছিল ভিন্নমত পোষন করে তদন্ত চালানোয়।সে সময় ধর্ষণের মত গুরুতর নারী নিগ্রহের অপরাধের মোকাবিলায় রাজ্যের প্রশাসনিক শৈথিল্য তথা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে শাসক দলের শীর্ষ স্তরের অনীহার পাশাপাশি নির্যাতিতার প্রতি শাসকদলের জনৈকা সাংসদের অসংবেদনশীল মনোভাবের প্রকাশ রাজ্যবাসীকে বিস্মিত বেদনাহত করেছিল- অধঃপতনেরও হয়ত সেই শুরু।

নিঃসন্দেহে আর জি করের ঘটনা পার্ক স্ট্রিট কামধুনি হাঁসখালির তুলনায় আরও মারাত্মক ও ভয়াবহ ।কিন্তু অনেকেই মনে করেন সেদিন পার্ক স্ট্রীট কাণ্ডে প্রশাসনের একদিকে নির্যাতিতার প্রতি অসংবেদনশীল মনোভাব অন্যদিকে অভিযুক্তকে আড়াল করার চেষ্টায় যে ভুল বার্তা গিয়েছিল সমাজ পরিসরে তাতেই উৎসাহিত হয়েছে অপরাধমনস্করা- তারই হয়ত দীর্ঘ মেয়াদি প্রভাব ও ফলশ্রুতি পরবর্তী অনুরূপ বা তার চেয়ে নৃশংস অপরাধ গুলি। সেসময় সঠিক ও কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সমাজপরিসরে বেপরোয়া অপরাধমনস্কতার এরকম বৃদ্ধি হয়ত ঘটত না।

আর জি কাণ্ড পরবর্তী আন্দোলন কালে প্রকাশ পেয়েছে মেডিকেল কলেজ গুলিতে গজিয়ে ওঠা দুষ্টচক্রের যারা 'থ্রেট কালচার' এর মাধ্যমে ডাক্তারি পড়ুয়াদের নিজেদের তাবে এনে হাসপাতালে হাসপাতালে মায় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় দুর্নীতির মুক্তাঞ্চল তৈরি করার কাজে বহুদিন ধরে ব্যাপৃত।ঠিক তেমনই এবারে প্রকাশ পাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনেও কিভাবে 'থ্রেট কালচার ও অনাচার চলছে।

আবার আর জি কর এ ওরকম একটি নির্মম ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পরও শাসক দল দুঃখিত লজ্জিত না হয়ে ঘটনার ন্যায়বিচারের দাবিদার প্রতিবাদীদের আক্রমন করে যাচ্ছিলেন লজ্জাহীনভাবে। অন্যদিকে নিজের প্রশাসনের সার্বিক ব্যর্থতা ও অন্যায় ঢাকতে প্রশাসনিক প্রধান পারিষদদের দোহারে মঞ্চে 'ফাঁসি চাই' 'ফাঁসি চাই' উচ্চকিত শ্লোগান তুলেছিলেন আর দলীয় সেনাপতি হাতে গরম পদ্ধতি বাতলে অপরাধীকে এনকাউন্টারে খতমের হঠকারি নিদান দিয়েছিলেন ঘটনার অভিঘাতে আবেগাপ্লুত সাধারণ মানুষের সস্তা চমকে হাততালি পাওয়ার লক্ষ্যে।

এবারেও তেমনই দলীয় লক্ষ্যে সৃষ্ট প্রশাসনিক পঙ্গুতা ও অকর্মন্যতা থেকে দৃষ্টি ঘোরান্রো কৌশলে অপরাধীর কঠোর শাস্তি চাই বলার সাথে সাথে একই নিঃশ্বাসে শোরগোল তোলা হচ্ছেঅপরাজিতা বিল কেন অনুমোদন পেল না বলে । যেন অপরাজিতা বিল লাগু থাকলে কঠিন শাস্তির ভয়ে তাদের ওই দলীয় বিশ্বস্ত কর্মীটি কিংবা অনুগামীরা এমন জঘন্য অপরাধ করতে সাহস করত না। যেন অপরাধ দমন করতে গিয়ে মনে হয়েছে চলতি আইনের বিধানে শাস্তি বুঝি 'কিছু কম হইয়াছে'। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠতেই পারে কোন গুরুতর অপরাধ মোকাবিলায় কঠোরতর আইন প্রয়োজন বর্তমান আইন যথেষ্ট নয় বিধায় নাকি চলতি আইনেরই কঠোরতর প্রয়োগ প্রয়োজন? ফাঁসির সংস্থান সম্বলিত নতুন আইন পাশ করার চেয়ে বোধকরি অধিক জরুরী ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তকারী সংস্থার দক্ষতা ও সততার পাশাপাশি প্রশাসন বা রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তাও।রাজনীতি প্রভাবিত প্রশাসনিক পক্ষপাতদুষ্টতা এবং সঠিক তদন্তে অনীহা জনিত অসহযোগিতা যে সুষ্ঠ বিচার কার্যের প্রতিবন্ধক তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে আজকের সমাজে মনোজিৎ মিশ্র একজন নয়- কলেজে কলেজে গজিয়ে ওঠা এ রকম অনেক 'দাদা' দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জোরে যাদের চোখে নারী কেবল ভোগ্য বস্তু। দুর্নীতিতে নিমগ্ন এরা রিপুর তাড়নায় এবং নিজের ইগোর সন্তুষ্টি বিধানে শুধু রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নয় নিজ দলেরই সহকর্মীনিকে জব্দ করে তাঁবে আনতে এবং নিজের যৌন লালসা পূরণে মরীয়া।এই চক্রের সতত চেষ্টা দুর্নীতি ও কুকীর্তি অবাধে চালিয়ে যাওয়া এবং এ সম্ভব করতে প্রয়োজনে পথের কাঁটা নারীকে ধর্ষণ করে নিকেশ করতেও যেমন বাঁধে না তেমনই কর্মস্থলে কিংবা শিক্ষাঙ্গনে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে ও 'ইগো'র তৃপ্তিকরণে বাগে আনতে ধর্ষণ হনন কিংবা ধর্ষণের হুমকী দেওয়াও এক বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই দুষ্টশক্তিকে দমন ও নিবারন করতে রাষ্ট্রশক্তি বা প্রশাসনের বিশেষ ভুমিকা ও কঠোর পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেটি এরাজ্যে বড়ই অমিল । কারণ প্রশাসনিক প্রধান নারী হলেই তাঁর প্রশাসনের অধীন সব নারীরা সুরক্ষিত ও শান্তিতে থাকবে নিরাপদে নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারবে এ স্বতসিদ্ধ হয়ত নয়। এমন আশাও যে দুরাশা তা অনুভুত হয়েছিল প্রথম সেই প্রায় দেড়দশক আগের পার্ক স্ট্রিটের ঘটনায়। সেই থেকে আরম্ভ হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায়শ ঘটে যাওয়া যৌননিগ্রহ থেকে বছর খানেক আগে আর জি করে কর্তব্যরত পড়ূয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হননের বিরুদ্ধে দিকে দিকে প্রতিবাদের পরেও তদ্রুপ আরও ঘটনা ঘটেছে-আবার ক্ষোভ-প্রতিবাদও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িকভাবে মিইয়ে গেছে ।এর সঙ্গে এবার যুক্ত হল মহানগরেরই আইন কলেজের মধ্যেই ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনা- তাও আবার কলেজের প্রাক্তনী এক নথিভুক্ত এক আইনজীবী দ্বারা । আর জি কর এর ক্ষেত্রে অভিযোগ ছিল দুর্নীত্রি প্রমাণ লোপাট করতে সেই তরুণী চিকিৎসককে হত্যা।বর্তমান ঘটনার সূত্রেও অবশ্য প্রকাশ পাচ্ছে শিক্ষাঙ্গনেও চলা দুর্নীত্রি বিভিন্ন অভিযোগগুলিও। তবে আর জি কর ঘটনার সঙ্গে আর ও একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য ঘটে গেছে সৌভাগ্যক্রমে নির্যাতিতা প্রানে বেঁচে যাওয়ায় এবং সাহস করে ঘটনার পরের দিনই থানায় গিয়ে এফ আই আর করায় । সে কারণেই হোক কিংবা মূল অপরাধী যার বিরুদ্ধে আগেও পুলিশের উপর হামলা এবং কলেজে ভাঙচুর করা সহ অভিযোগে অন্তত দশবার ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হলেও তাঁকেই ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বে আসীন করা ও পরে এ'রত্ন'টিকেই অশিক্ষক কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত করলেও বর্তমানে মুখ বাঁচাতে দূরত্ব বজায় রাখার কৌশলই হোক বা অন্য কোন কারণে বিলম্ব না করে তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে ।সেই সূত্রেই ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে ক্ষমতার হাত মাথায় থাকা প্রভাবশালী এই অপরাধীর পূর্ব কুকীর্তিগুলি।

উল্লেখ্য আর জি করের নারকীয় ও বীভৎস ঘটনার বিরুদ্ধে পথে নামার ও রাত দখলের আহবানে ব্যাপক সাড়া পড়েছিল নাগরিক পরিসরে ।এক রাতে নিজকর্মস্থল সরকারি হাসপাতালে পড়ুয়া চিকিৎসকের ধর্ষণ হত্যার প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে এ রাজ্যের বঙ্গ তনয়াদের রাত দখলের আহ্বানে ২০২৪ এর ১৪-১৫আগস্টের সন্ধিকালে সারা বিশ্বের সামনে প্রতিভাত হয়েছিলো ভ্রষ্টাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিরল এক জনজাগরণের স্ফুলিঙ্গও। 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' শ্লোগানে মুখরিত মধ্যরাতে এরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে তো বটেই রাজ্যের বাইরে দেশের বাইরেও বিভিন্ন স্থানে প্রায় একই সময় মোমবাতি হাতে পথে নামা জনসমুদ্রে নারীর আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকার স্বীকৃত ন্যায়ভিত্তিক সমাজের দাবিই নতুন করে যেন উচ্চারিত হয়েছিল সমবেত বলিষ্ঠ কণ্ঠে।

যদিও সে প্রতিবাদ আন্দোলনের আঁচ স্তিমিত হয়ে পড়তে খুব বিলম্ব হয়নি বিভিন্ন কারণে। সেই প্রতিবাদের নজিরে এবারেও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নাগরিক সমাজও ইতিমধ্যে পথে নেমেছে। কিন্তু লক্ষ্যনীয় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করতে যে অতিতৎপরতা রাজ্য প্রশাসন তখন যেমন দেখিয়েছিল এবারেও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না ,বরং কঠোরতা আরও বেড়েছে।যার উদাহরণ একদিকে প্রতিবাদী মিছিলগুলিকে মাঝপথেই জোর করে আটকে দেওয়া হচ্ছে অন্যদিকে কটাক্ষ তির্যক মন্তব্যও হচ্ছে। আশা করা যায় এবার হয়ত গতবারের মত স্বতস্ফুর্ত সে প্রতিবাদ আন্দোলন হবেনা মরুপথে হারা এবং তমিস্রার আঁধার দূর হবে কোন একদিন।কিন্তু কবে, কিভাবে?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাক গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে মুকেশ রজকের গ্রেপ্তারিতে অবাক এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পাকিস্তানের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হয় পানাগড়ের এক যুবক।

মেমারি থেকে মুকেশ রজক নামের ওই যুবককে সঙ্গে কলকাতার বাসিন্দা রাকেশ গুপ্তা নামের আরও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গত বুধবার রাতে। মেমারির ভাড়া বাড়ি থেকে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফের একটি দল। জানা গিয়েছে, পাকিস্তানের কোনও এক অজানা ফেক ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়। সেই অ্যাকাউন্টের মালিক আর কেউ না পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থার কোনও এক বড় অফিসার তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। গত ৬ মাস ধরে তাদের সেই বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়। বন্ধুত্বের আড়ালে মুকেশ ও তার সঙ্গীর থেকে ভারতীয় মোবাইল নম্বরের ওটিপি নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খোলে পাকিস্তানের ওই ফেসবুক অ্যাকাউন্টের মালিক। সেই অ্যাকাউন্ট দিয়ে জঙ্গি কার্যকলাপের বা হানি ট্র্যাপের মাধ্যমে ভারতের কোনও না-কোনও সেনা আধিকারিক বা গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের থেকে ভারতের গোপন তথ্য হাতানোর পরিকল্পনা ছিল তাদের এমনটাই মনে করছে এসটিএফ এর দল। মুকেশ রজক গ্রেপ্তার হলেও, এখনও পর্যন্ত কী কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা জানে না তার পরিবার। পানাগড় গ্রামে কেনেল পাড়ে ডিভিসির জমির ওপর ছোট্ট একটি বাড়িতে থাকে তার মা ও তার দাদার পরিবার। তার মা সোনাদেবী রজক জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে এখন কোথায় আছে, তা তিনি জানেন না। গত দু'দিন আগে টিভিতে তাঁরা ছেলের গ্রেপ্তার হওয়ার খবর পান। গত কয়েক বছর ধরে সে মেমারিতে কাপড়ের দোকানে কাজ করত বলে পরিবারকে জানিয়েছিল। সঙ্গে কোনও একটি খ্রিস্টান সংস্থার সঙ্গে নাকি সে যুক্ত ছিল। সেখানেই মুকেশ ভাড়াবাড়িতে থাকত।

মুকেশের গ্রেপ্তারের খবরে হতবাক এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরা জানিয়েছেন, এখন এলাকায় থাকতে তাদের ভয় লাগছে। মুকেশ যে এই কাজ করবে, তা তারা কখনওই ভাবতে পারেননি। বরাবরই শান্তশিষ্ট স্বভাবের ছেলে ছিল মুকেশ। যদি সে কোনও অন্যায় করে থাকে, তবে তার উপযুক্ত শাস্তি পাওয়া উচিত বলে দাবি এলাকাবাসীর। এলাকার মানুষের মধ্যে যথেষ্ট আতঙ্কের ছবি স্পষ্ট। পাড়ায় নতুন কাউকে ঢুকতে দেখলেই এলাকার মানুষ রাস্তায় ভিড় জমাচ্ছেন। তাদের সকলেরই একটাই দাবি, যদি কেউ দেশের বিরুদ্ধে অন্যায় কাজ করে থাকে তবে তার শাস্তি হবে।

সরকারি হোমের নাবালিকা আবাসিক পালানোর অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার সরকারি হোম থেকে এক নাবালিকা আবাসিক পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই রীতিমতো হইচই পড়ে যায় গোটা শহরজুড়ে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা প্রশাসন। মালদা শহরের বিএলআরওর অফিস সংলগ্ন সরকারি ফার্ম এলাকায় রয়েছে চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট নামক ওই সরকারি হোমটি। সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ ওই হোমটি তিনতলা বিল্ডিং বিশিষ্ট। চতুর্দিকে প্রায় ছয় ফিটের সীমানা পাঁচিল রয়েছে। এছাড়াও ওই সরকারি হোমে আনাচে-কানাচে বসানো রয়েছে সিসি ক্যামেরা। এমনকি পাহারায় রয়েছে নিরাপত্তারক্ষীও। এত কড়াকড়ি থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে ১৫ বছর বয়সী এক নাবালিকা পালিয়ে যেতে সক্ষম হল, সে ব্যাপারেও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট হোম কর্তৃপক্ষের কর্তব্যে গাফিলতির বিষয়টি নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। মালদার জেলাশাসক নীতিন কুমার সিংহানিয়া ইতিমধ্যে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট হোমের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের কুলদীপ মিশ্র কলোনির বাসিন্দা ওই নাবালিকা। তার বাবা পেশায় দিনমজুর। বাড়ির ছোট মেয়ে গত দশদিন আগে এলাকার এক যুবকের সঙ্গে পালিয়ে যায়। এরপর ওই নাবালিকার পরিবার ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনার একদিনের মধ্যেই ওই যুবকের বাড়ি থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। আদালতের নির্দেশ মেনেই মালদার চাইল্ড কেয়ার ইনস্টিটিউট নামক ওই সরকারি হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, ওই হোমের নীচের তলার একটি শৌচাগারের ফাঁকা ভেন্টিলেটরের অংশ দিয়ে পালাতে সক্ষম হয়েছে ওই নাবালিকা। কিন্তু ওই আবাসনের চতুর্দিকে প্রায় ৬ ফিটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এরপর ঘন-জঙ্গলে ভরা। পাশাপাশি নিরাপত্তা রক্ষীও রয়েছে। তারপরেও কী ভাবে এত বড় ঝুঁকি নিয়ে পালাতে সক্ষম হল ওই নাবালিকা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি ওই হোম কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মূলত নাবালিকাদের এই ধরনের ঘটনা চক্রের ক্ষেত্রেই রাখার ব্যবস্থা রয়েছে ইংরেজবাজার শহরের এই সরকারি হোমে। বর্তমানে প্রায় ৫৫ জন নাবালিকা রয়েছে এই হোমে।

সরকারি হোম থেকে মেয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন পরিবারের লোকেরা। তাঁদের অভিযোগ, 'প্রথমে আমাদের মেয়ে বাড়ি থেকে পালাল। পরে তাকে উদ্ধার করল পুলিশ এবং প্রশাসন। আদালতের সম্মতি নিয়ে মেয়ে ছিল সরকারি হোমে। কিন্তু সেখান থেকেও কী ভাবে পালিয়ে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। ওই সরকারি হোম কর্তৃপক্ষের গাফেলতি আছে বলেই ঘটনাটি ঘটেছে। আমরা চাই দ্রুত মেয়ে যেন বাড়ি ফিরে আসে।'

বাজে মৃত্যু পড়ুয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বাজ পড়ে মৃত্যু হল একজন স্কুল পড়ুয়ার। মৃত স্কুল পড়ুয়ার নাম পায়েল রায় (১৩)। বাড়ি গোঘাটের হাজিপুরের মালিপুকুরে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকের ছায়া পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষক মহলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পায়েল হাজিপুর ইউনিয়ন হাইস্কুলের ছাত্রী ছিলেন। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিলেন। শনিবার থাকায় স্কুল থেকে টিফিনে সাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিল। তার সঙ্গে আর একজন সহপাঠী ছিল। দুপুর ১.৩০ মিনিট নাগাদ সে স্কুল থেকে সাইকেল চালিয়ে ২০০ মিটারের মতো এসেছে। তখনই বিকট শব্দে বাজ পড়ে। সামান্য ঝিরিঝিরি করে সবে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকরা বাজ পড়ার শব্দ পেয়েই ঘটনাস্থলে যায়। ঘটনাস্থলে পায়েল রাস্তার ওপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়েছিল। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করে পায়েলকে। এরপরই সাংসদ সহ শিক্ষক থেকে শুরু করে পরিবারের লোকজন হাসপাতালেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

এই বিষয়ে আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগ বলেন, 'খবর পেয়েই রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে ভর্তি করলাম। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। বাঁচাতে পারলাম না। খুব দুঃখজনক ঘটনা। সব চেষ্টাই ব্যর্থ।' হাজিপুর ইউনিয়ন হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক দেবাশিস ব্যানার্জি বলেন, 'স্কুল ছুটির সময় বৃষ্টি হয়নি। মেঘ ছিল। তারপর বৃষ্টি নামে। স্কুল থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে বাজ পড়ে এবং ঘটনাটি ঘটে। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি রাস্তায় পড়ে আছে।'

বেলদায় দুর্ঘটনায় চার জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শনিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা থানা এলাকার রানীসরাইয়ে খড়গপুর-বালেশ্বর ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কে এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি লরির সঙ্গে একটি স্করপিও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়িতে থাকা চারজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। মৃতরা সকলেই আসানসোলের বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্করপিও গাড়িটি খড়গপুর থেকে ওড়িশার বালেশ্বরের দিকে দ্রুত গতিতে যাওয়ার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রানীসরাই এলাকায় জাতীয় সড়কের ডিভাইডার ভেঙে অন্য লেনে ঢুকে পড়ে। ওই সময় খড়্গপুরের দিকে আসা টমেটো বোঝাই একটি লরির সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গাড়িটি পুরোপুরি দুমড়ে মুচড়ে যায়। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় গ্যাস কাটার ও ক্রেনের সাহায্যে গাড়ির মধ্যে থাকা চার জনকে উদ্ধার করে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। চিকিৎসকরা তাঁদের সকলকেই মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ লরি ও চালককে আটক করেছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বছর ২৬-এর এক শ্রমিকের। মৃতের নাম হাবিবুল্লা গাজি, বাড়ি মাখালগাছা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিকাটি গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাট মহাকুমার হাসনাবাদ থানার অন্তর্গত আমলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিরাজপুর এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবিবুল্লা গাজি সিরাজপুরের একটি দোকানে ড্রিল মেশিন দিয়ে দোকানের দেয়াল ভাঙছিল। হঠাৎ শর্ট সার্কিট হওয়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তড়িঘড়ি সহকর্মীরা ওই যুবককে উদ্ধার করে টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাসনাবাদ থানার পুলিশ। কী কারণে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট নাকি অন্য কোনও কারণ, ইতিমধ্যে মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে হাসনাবাদ থানার পুলিশ। পাশাপাশি মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে।

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট ৪-এ
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ০২.০৮.২০২৫
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০২.০৮.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা (চোদ্দ কোটি পঁচাশি লাখ টাকা) টাকা এবং ২২.১১.২০১৬ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুট - ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি কলকাতা - ৭০০০৯১ **এবং জামিনদাতাগণ ১) সন্দীপ গয়াল,** ঠিকানা - ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **২) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬৩/২, মোহল্লা পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১, **৩) অঞ্জনি গয়াল,** ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **৪) শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৭.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেস নং ১০৫ এবং ১০৬, ২য়তল, মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সি টি এস নং ১৬২৯, গ্রাম: মারোল, আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই পরিমাণ বিল্ট আপ এরিয়া -১৬০৫.৯৯ বর্গফুট এবং দুইটি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস বেসমেন্টে, **সম্পত্তি সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রা লি। নথিভুক্ত চুক্তি বিক্রয় দলিল নং ৭৬৯৯ তারিখ ১৭.০৭.২০১০।** এসআরও আন্ধেরী নং ৩, মুম্বই।	৪,৬০,০০,০০০.০০ টাকা	৪৬,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ১৩.০৭.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI | **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ উর্মি সেন, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল [৮(৬) তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৯.০৭.২০২৫ (ক্রম নং ০১ এবং ০২)
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ২২.০৭.২০২৫ (ক্রম নং ০১ এবং ০২) সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

ইচ্ছুক দরদাতারা জমি এবং ভবনের সহিত প্ল্যান্ট এবং মেশিনারির জন্যও একত্রে টেন্ডার জমা দিতে পারেন

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে ২৯.০৭.২০২৫ (ক্রম নং ০১ এবং ০২) সময় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]
সংশ্লিষ্ট **৯,৯৫,১১,২১২.০৩ টাকা ৩১.০৩.২০১৫ অনুযায়ী** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি. ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা : ১) শ্রী অলোক কুমার মিত্র ২) শ্রী অসীম কুমার মিত্র কর্পোরেট জামিনদাতা : শ্রী শ্রী মা কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.**-এর কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ ২,২০,০০,০০০.০০ টাকা [(ক) ২.১৬ কোটি + (খ) ৪.০০ লাখ টাকা]
বায়না জমা : ২২,০০,০০০.০০ টাকা [(ক) ২১.৬০ লাখ টাকা + (খ) ০.৪০ লাখ টাকা]
ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০ টাকা
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
ক) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৩.৪৬ একর জমি তদস্থিত ভবন কোল্ড স্টোরেজ, **মেসার্স বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি,** এর নামে, অবস্থিত থানা : বিষ্ণুপুর, মৌজা : আপার আমদহরা, জেএল নং ১৪৬, সিএস/আরএস খতিয়ান নং ২৯ এবং ৩০, আরএস প্লট নং ২৩৫, ২৩৬, এলআর প্লট নং ১৭২, ১৭৩ (অংশ), **দলিল নং ১-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ - ১৯৮৮। বর্তমানে সম্পত্তির চৌহদ্দি :** পূর্বে : কৃষকের জমি, পশ্চিমে : গ্রাম পঞ্চায়েত সড়ক, উত্তরে : অংশ প্লট নং ১৭২, কোল্ড স্টোরেজের নামে চিহ্নিত নয়, দক্ষিণে : বাঁকাদহ গ্রাম। **মূল স্বত্ব দলিল এইচ১ ডাকদাতার কাছে হস্তান্তর করা হবে না।**
খ) প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি-মেসার্স **বিজয় নারায়ণ কোল্ড স্টোরেজ প্রা লি** এর স্ক্র্যাপ হিসেবে।
দ্রষ্টব্য ১ : এসএ/৫১৯/২০১৫, ডিআরটি-২।
যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তির আইডি : SBIN200005473818 | সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক্রম নং ০২ [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং তৎসহ পঠিত রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **১৮,৪৯,১৭৬.০০ টাকা (আঠার লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশ ছিয়াত্তর টাকা) ০২.১২.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **শ্রী উজ্জ্বল কুমার বসু এবং শ্রীমতী অনন্যা চক্রবর্তীর কাছ থেকে।**
সংরক্ষিত মূল্য ঃ ১৩,৪৮,০০০.০০ টাকা | ইএমডি ঃ ১,৩৪,৮০০.০০ টাকা | ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ২০,০০০.০০ টাকা
জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং টি/৫, চতুর্থতলে,উত্তর পশ্চিম দিকে ভবনের সাধারণভাবে পরিচিত সোনাতরী নামে এবং ঢাকা এরিয়া ৭৯২ বর্গফুট, এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫০ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ। ভবন অবস্থিত জেলা : হুগলি, থানা : উত্তরপাড়া, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি শ্রীরামপুর, মৌজা : খোরদা বাহেরা, জেএল নং ৬, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত। **সম্পত্তি উজ্জ্বল বসু এবং অনন্যা চক্রবর্তী এর নামে,** উল্লেখ্য স্বত্ব দলিল নং ০৬২১০৩৭৫০-২০১৮ সালের।
যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১১৫২১ | সম্পত্তির আইডি : SBIN14817009973 | সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
তারিখ ঃ ১৩.০৭.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

PIYASARA STATION PATI SKUS LTD
VILL+PO-AYMAPAHARPUR, PS - TARAKESWAR, DIST-HOOGHLY
REG. NO-74HG, DATE - 15/05/1961, PH- 03212-295340/9732760520

Notice
In compliance with the order of item no. 08 dated 09.07.2025 of Hon'ble Justice Raja Basu Chowdhury of the Hon'ble High Court, Kolkata in respect of WPA No. 14994 of 2025 in the matter of Saidul Molla & Anr. - vs - State of West Bengal & ors. & subsequent E-mail received from the JRCS & Returning officer, Hooghly range dated 11.07.2025 **the election to the Board of Directors of Piyasara Station Pati SKUS Ltd. scheduled to be held on 13.07.2025 is hereby "Stayed" until further order.**
Dated 11/07/2025

MOUSUMI CHAKRABORTY
Assistant Returning Officer
Piyasara Station Pati SKUS Ltd

RAFSAN JANI MOLLAH
Assistant Returning Officer
Piyasara Station Pati SKUS Ltd

BETA-KHARARI SAMABAY KRISHI UNNAYAN SAMITI LTD.
(Regd. No. 13 HG, Dated- 21.10.2010)
Vill: Beta, PO: Sinet, PS: Dadpur, Block: Polba-Dadpur,
District: Hooghly, Date: 12.07.2025

Notice of Publication of Draft Electoral Roll
এতদ্বারা বেতা-খড়রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, অদ্য ইং ১২/০৭/২০২৫ তারিখ উক্ত সবমায় সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।
তালিকা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তারিখ গুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

	বিষয়	তারিখ	স্থান
১.	আপত্তি / অভিযোগ জানানোর শেষ তারিখ	ইং ১৭/০৭/২০২৫ (দুপুর ৩ টে পর্যন্ত)	সমিতির কার্যালয়
২.	শুনানির তারিখ	ইং ১৮/০৭/২০২৫ (দুপুর ১২ টা থেকে ২ টো)	সমিতির কার্যালয়
৩.	চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ	ইং ১৯/০৭/২০২৫	সমিতির কার্যালয়

বিশদে অবগত হওয়ার জন্য বেতা-খড়রী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ এর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

Sd/-
(ABHIJIT KARMAKAR)
Assistant Returning Officer
Beta-Kharari S.K.U.S. Ltd.

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২১.০৪.২০২৪** তারিখে **ঋণগ্রহীতা ১) রোলেক্স অপটিক্যালস এন্টারপ্রাইজ (ঋণগ্রহীতা), (স্বত্বাধিকারী - শ্রী অসীম ভট্টাচার্য)** ঠিকানা হোল্ডিং নং ৪৮২, বৈদ্যপাড়া রোড, পুরাতন থানা, পো. বারুইপুর, কলকাতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৪ **(২) শ্রী অসীম ভট্টাচার্য (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা)** পিতা প্রয়াত অনিল কুমার ভট্টাচার্য, ঠিকানা হোল্ডিং নং ৪৮২, বৈদ্যপাড়া রোড, পুরাতন থানা, পো. বারুইপুর, কলকাতা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৪৪ অ্যাকাউন্ট **সুবুদ্ধিপুর শাখা অনুযায়ী** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়াপরিমাণ **৩১,১৬,৮৭৩.৪৪ টাকা** (একত্রিশ লাখ ষোলো হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) **টাকা ২০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য** পরবর্তী সুদ, শুল্ক, ব্যয় সহ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১ জুলাই ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সুবুদ্ধিপুর শাখার** নিকট বকেয়া **৩১,১৬,৮৭৩.৪৪ টাকা** (একত্রিশ লাখ ষোলো হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা) **টাকা ২০.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ৫ ছটাক ৩৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত ভবন/নির্মাণ, হোল্ডিং নং ৪৮২, মৌজা : বারুইপুর, বারুইপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬ অধীন, ম্যাডান মূল্যা, জেএল নং ৩১, খতিয়ান নং আরএস ৬৫২৩, আরএস দাগ নং ৪৪৯৫, তৌজি নং ২৫০, আরএস নং ৭১, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দলিল নং ২৭১৭-১৯৯৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বারুইপুর, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৪, পৃষ্ঠা ১০৯ থেকে ১১৪, **সম্পত্তি শ্রী অসীম ভট্টাচার্য এর নামে।**
চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : পুরসভা সড়ক, পূর্বে : পুরসভা সড়ক, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।

তারিখ : ১১.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭৭৫৩০৭

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৯.০৭.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের নাম	বকেয়া পরিমাণ	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**শ্রী অরূপ দত্ত,** পিতা শ্রী দুলাল চন্দ্র দত্ত, **ঠিকানা :১:** শ্যামনগর, শান্তিগড় বাই লেন, গাড়ুলিয়া (এম), জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩১২৭। **ঠিকানা ২ :** ৭/১, শান্তিগড় বাই লেন, শ্যামনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা-৭৪৩১২৭।	**৩১,০৪,৪৬০.০০ টাকা (একত্রিশ লাখ চার হাজার চারশ ষাট টাকা) ৩১.০১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ ০১.০২.২০২৩ থেকে বকেয়া	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ২/ডি, তিনতলায় উক্ত বহুতল ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৭২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট কমবেশি, ২ বেডরুম, ১ কিচেন, ১ ডাইনিং তথা ড্রইং, ২ টয়লেট প্রিভি সহ, ১ ব্যালকনি এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৭ ছটাক ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত বহুতল ভবন অবস্থিত মৌজা ইছাপুর, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮৯, তৌজি নং ৬১৭, আরএস দাগ নং ৫১২০, ৫১১৯/৫৫৫৯ এবং ৫১১৯, এলআর দাগ নং ৮২৩৫, ৮২৩২ এবং ৮২৩৩, আরএস খতিয়ান নং ১২০৫ এবং ১৬৮৭, এলআর খতিয়ান নং ২২৬৯, ৮২৪০/১, ৩৬৩১, ৩৭১২, ৭৬১৮, ৭৬৯৫, স্থানীয় উত্তর বারাকপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ (নতুন) অধীন, হোল্ডিং নং ৩০০, স্ট্র্যাড রোড, থানা : নোয়াপাড়া, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, **স্বত্ব দলিল নং ১-০৮৩২৯/২০২২, সম্পত্তি শ্রী অরূপ দত্ত এর নামে। (সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	২৩,৩২,০০০.০০ টাকা / ২,৩৩,২০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭; পর্যবেক্ষণের তারিখ ১৯.০৭.২০২৫
২	**শ্রী শম্ভু শাউ, ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং আই/৪, ৩য়তল, ইছামতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন, রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০০৮৪। **শ্রীমতি পুষ্পা শাউ, ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং আই/৪, ৩য়তল, ইছামতি অ্যাপার্টমেন্ট, ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন, রোড, রাজপুর সোনারপুর, কলকাতা : ৭০০০৮৪।	**২৭,১৮,৭৬২.০০ টাকা (সাতাশ লাখ আঠার হাজার সাতশ বাষট্টি টাকা) ০৭.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** আপনারা উক্ত পরিমাণের সহিত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং আই/৪, ৩য়তলে, (পূর্ব দিকে), ভবনের পরিচিত ইছামতি, অ্যাপার্টমেন্ট পরিমাণ আনুমানিক ৬৫৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ২ বেডরুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং স্পেস, এক টয়লেট এবং এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১২ ছটাক ২২ বর্গফুট অবস্থিত জেএল নং ৪৭, আরএস নং ৭, গাহ নং ৭৫৩, খতিয়ান নং ৫৯৬, ওয়ার্ড নং ২৭, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার হোল্ডিং নং ৫৪৩, গড়িয়া স্টেশন রোড, থানা : নরেন্দ্রপুর (পুরানো থানা সোনারপুর), জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **মালিক(গণ) ১.শম্ভু শাউ,** পিতা মনোহর লাল শাউ, **২. পুষ্পা শাউ,** স্বামী শম্ভু শাউ রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ৩৯৯৬-২০০৬ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩৫, পৃষ্ঠা ২০০৭-২০৩৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সোনারপুর সমীপে, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**	২০,৫০,০০০.০০ টাকা / ২,০৫,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭; পর্যবেক্ষণের তারিখ ২২.০৭.২০২৫
৩	**মেসার্স ওসিয়ান কমোট্রেড প্রা লি (ঋণগ্রহীতা) রেজি.ঠিকানা :** ৫১, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, ৩য়তল, রুম নং ২, কলকাতা ৭০০০১৩। **গুদাম ঠিকানা :** ৫১, জে এন মুখার্জি রোড, ৬৬ সালকিয়া স্কুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৬। একতলা, মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০ ডা. অবনী দত্ত রোড, পো : বামনগাছি, হাওড়া -৭১১১০৬। **শ্রী পঙ্কজ বৈদ (জামিনদাতা)** পিতা শ্রী কমল বৈদ, **শ্রীমতি কমলা বৈদ (জামিনদাতা)** পিতা দুলিচাঁদ দুগার, **উভয়ের ঠিকানা :** মোহিনী অ্যাপার্টমেন্টস, ১০ ডা. অবনী দত্ত রোড, ৫মতল, রুম নং ৪০২, পো : বামনগাছি, হাওড়া -৭১১১০৬।	**১,৩৬,১৪,৬৭২.৮৩ টাকা (এক কোটি ছত্রিশ লাখ চোদ্দ হাজার ছশো বাহাত্তর টাকা এবং তিরাশি পয়সা) ০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ; যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ চিহ্নিত তল স্পেস একতলায় ভবনের এরিয়া ৮৭৬ বর্গফুট এবং অবিভক্ত জমি সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং স্বার্থ, অবস্থিত হাওড়া পৌর নিগম হোল্ডিং নং ১০, ড. অবনী দত্ত রোড, ওয়ার্ড নং ১৫, থানা : গোলাবাড়ি, জেলা : হাওড়া ৭১১১০৬ **(উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল নং ৪১৬৪/২০০৫ সহিত ঘোষণা দলিল উল্লেখ্য ১৬৩২/২০০৭, বন্ধকদাতা : শ্রী পঙ্কজ বৈদ। (সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত) জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত দখলদারি : নেই।**	৩৮,০০,০০০.০০ টাকা / ৩,৮০,০০০.০০ টাকা / ২৫,০০০.০০ টাকা; পর্যবেক্ষণের তারিখ ২২.০৭.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ১৩.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

প্রশাসনিক ভবনেই রাজনৈতিক কর্মসূচির অভিযোগ আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রশাসনিক ভবনেই রাজনৈতিক কর্মসূচি করার অভিযোগ। নিন্দা করার পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ স্থানীয় সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধীদের। এবারের ঘটনা আরামবাগ মহকুমার মান্দারন পঞ্চায়েতের। অভিযোগের তির রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। হাতে গোনা কয়েক দিন পর তৃণমূল কংগ্রেসের ২১ জুলাই কর্মসূচি কলকাতায়। তারই প্রস্তুতি চলছে অঞ্চল থেকে ব্লক ও রাজ্যস্তরে। অভিযোগ মান্দারন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আব্দুল আলির নেতৃত্বে তার ২১ জুলাই কর্মসূচির প্রস্তুতি হিসাবে ধর্মতলা চলো কর্মসূচি হয় পঞ্চায়েতের মিটিং হলে। রাজনৈতিক কর্মসূচি কী ভাবে সরকারি পঞ্চায়েত ভবনে হল। উঠছে প্রশ্ন? তৃণমূলের দলীয় কর্মসূচি কি পঞ্চায়েত ভবনে করা যায়। একাধিক প্রশ্ন উঠলেও অঞ্চল প্রধান কৃষ্ণা দোলুই চুপ। তিনি নাকি কিছুই জানেন না। পঞ্চায়েত প্রধানের দায়িত্ববোধ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় মানুষের দাবি, এই রকম তৃণমূলের মিটিং নাকি এর আগেও পঞ্চায়েত অফিসে হয়েছে। অথচ দলীয় কর্মসূচি পার্টি অফিসে হওয়ার কথা। আসলে আইন কানন, সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না-করেই তৃণমূল স্বৈরাচারী শাসন কায়েম করেছে রাজ্যে। এমনটাই অভিযোগ বিরোধীদের। এই বিষয়ে মান্দারন অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ আব্দুল আলি বলেন, বৃষ্টি হচ্ছিল। তাই পঞ্চায়েতে ঢুকে পড়েছিল। অথচ রীতিমতো ব্যানার টাঙিয়ে তৃণমূলের কর্মসুচি করা হয়।

গোঘাট দু' নম্বর ব্লকের তৃণমূল সভাপতি সৌমেন দিগার বলেন, 'এই বিষয়ে কিছু জানা নেই। দলের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক অঞ্চলে পথসভা করার কথা বলা হয়েছে। প্রশাসনিক ভবনে রাজনৈতিক কর্মসূচি বাঞ্ছনীয় নয়। এরপর যাতে কোনও প্রশাসনিক ভবনে রাজনৈতিক কর্মসূচি না-হয় সেই বিষয় টা দেখব।' এই বিষয়ে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা জানান, 'পুরো তৃণমূল দলটাই দুর্নীতি গ্রস্ত। আইন মানে না। নিয়মকানন মানে না। প্রশাসনিক ভবনে রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পূর্ণ বেআইনি। এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। স্বৈরাচারী শাসন চলছে রাজ্যে।'

তৃণমূল নেতা খুনের অভিযোগে মূল অভিযুক্ত-সহ গ্রেপ্তার চার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজারের তৃণমূল নেতা আবুল কালাম আজাদকে (৩৬) খুনের অভিযোগে মূল অভিযুক্ত মাইনুল শেখ-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে শনিবার আদালতে পাঠাল পুলিশ। ধৃত চার জনকেই পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আর এই ঘটনায় দলের একাংশের বিরুদ্ধে মাইনুলকে দীর্ঘদিন ধরে সহযোগিতা করা এবং অন্যান্য বেআইনি কাজকর্মে মদত জোগানোর অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে তৃণমূল নেতা আবুল কালাম আজাদ খুনের ঘটনার পর তীব্র অসন্তোষ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তৃণমূলের জেলার মহিলা সভানেত্রী প্রতিভা সিংহ। তিনি বলেন, 'আমি যখন তৃণমূলের ইংরেজবাজার ব্লকের সভাপতি ছিলাম তখন মাইনুল শেখকে কয়েকজন প্রভাব খাটিয়েই তৃণমূলে যোগদান করায়। ও তো কংগ্রেস দল করত। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হয়ে জয়ী হয়েছিল। অথচ জোর করে ওকে তৃণমূলে কয়েক মাস আগে যোগদান করানো হয়। একটা দাগি অপরাধীকে দল কখনওই প্রশ্রয় দেয় না। মাইনুলকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছি।'

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার রাতে ইংরেজবাজার থানার লক্ষীপুর এলাকায় একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে এসে নৃশংসভাবে খুন হন তৃণমূল নেতা আবুল কালাম আজাদ। তার বাড়ি মানিকচক থানার গোপালপুর এলাকায়। পরবর্তীতে আবুল কালাম ইংরেজবাজারের মিল্কিতেও নতুন বাড়ি তৈরি করে। মাইনুলের সঙ্গে আবুল কালাম আজাদের জমি জায়গার ব্যবসা রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তারপরই শনিবার চারজনকে এই খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মাইনুল শেখ, তার ভাই সাইদুল শেখ এবং তাদের দুই সহযোগী এমারত শেখ ও শহিদ শেখ। ধৃতদের এদিন মালদা আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। ধৃত চারজনকেই পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানতে পেরেছে, সম্পূর্ণ মহিলাঘটিত কারণেই খুন হতে হয়েছে আবুল কালাম আজাদকে। খুনের ঘটনার সময় তাঁর স্ত্রীও উপস্থিত ছিল। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে স্ত্রী শিউলি খাতুনও আক্রান্ত হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, আবুল কালাম আজাদের স্ত্রীর সঙ্গে ধৃত মাইনুলের ১৭ বছর বয়সী এক নাবালক ছেলের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। আবুল কালাম আজাদের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রয়েছে মানিকচক থানার গোপালপুরের বাড়িতে।

দু'মাস আগে ইংরেজবাজার থানার লক্ষীপুর এলাকার ২২ বছর বয়সী এক কিশোরীকে বিয়ে করে আবুল কালাম আজাদ। অথচ ওই কিশোরীর সঙ্গে মাইনুলের ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। ওদের বিয়ে হওয়ার পরেও মাইনুলের ছেলের সঙ্গে সেই বিবাহিত সম্পর্ক অটুট থাকে। প্রেমিকাকে বিয়ে করে নেওয়ার প্রতিশোধ নিতেই মূলত আবুল কালাম আজাদকে খুন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ছেলের প্রতিশোধ নিতে দলবল নিয়ে সামিল হয় বাবা মাইনুল শেখ। পাশাপাশি আবুল কালামের একটি নয় বিঘার জমির দখলদারি নিয়েও কিছুদিন ধরে মাইনুলের সঙ্গে গোলমাল চলছিল বলে দাবি মৃতের পরিবারের।

বৃহস্পতিবার রাত দশটা নাগাদ লক্ষীপুরের অনুষ্ঠান বাড়িতেই যখন হইহুল্লোড় করতে সবাই ব্যস্ত। সেই সময় মদ্যপ অবস্থায় মাইনুল দলবল নিয়ে আবুল কালামকে একটি ঘরে ঢুকিয়ে খুন করে বলে অভিযোগ। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাইনুল শেখ ইংরেজবাজার পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হয়েছিল। পরবর্তীতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে মাইনুলকে টিকিট দেয়নি দল। সেই সময়ই মাইনুল কংগ্রেসের যোগদান করে। কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রার্থী হয়ে নির্বাচিত হন।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত আবুল কালাম আজাদ মানিকচকের তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্রের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত ছিল। গোপালপুর এলাকার সম্পূর্ণ দলের দায়িত্বে ছিলেন এই আবুল কালাম। বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। আবুল কালামের মৃত্যুতে যারা অপরাধী তাদের যাতে কঠোর শাস্তি হয়। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, কোনও এক সময় সে দলে যোগদান করেছিল ঠিকই। কিন্তু অন্যায়কে কখনওই প্রশ্রয় দেয় না দল। এসব মানুষদের পাশে দল কখনওই থাকবে না।

২১ জুলাইয়ের সমর্থনে মিছিল ও পথসভা পঞ্চায়েত মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে কাঁকসার সিলামপুরে তৃণমূলের মিছিল অনুষ্ঠিত হলো।শনিবার বিকালে সিলামপুরে জামতলা মোড় থেকে দামোদর নদের পার হয়ে ঘুরে ফের জামতলা মোড়ে এসে মিছিল শেষ হয়। এদিন মিছিল শেষে জামতলা মোড়ে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন এই পথসভায় সকলকে একুশে জুলাইয়ের দিন কলকাতার সভায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানান, পাশাপাশি এদিন একুশে জুলাইয়ের তাৎপর্য সকলের সামনে তুলে ধরেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার।

মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, এবার তাঁর এলাকা থেকে ৮০০০ দলীয় কর্মী-সমর্থক কলকাতার একুশে জুলাইয়ের সভায় হাজির হবেন। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের আহ্বানে তিনি এদিন কর্মী সমর্থকদের উৎসাহ বাড়াতে তাঁদের সঙ্গে মিছিলে হাঁটেন। ভিন রাজ্য থেকেও বহু মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনতে কলকাতার ধর্মতলায় সভায় হাজির থাকবেন। তাই তাদের যাতে কোনও রকম পথে অসুবিধা না-হয় সেই কারণে জাতীয় সড়কের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় মেডিক্যাল টিম-সহ দলের ভলেন্টিয়াররা হাজির থাকবেন।

তিনি বলেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর ২১ জুলাইয়ের সভা ঐতিহাসিক হবে। ১৩ জন শহিদের তর্পণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ কর্মী-সমর্থক সভায় আসবেন। এবছর ধর্মতলার সভায় যাওয়ার জন্য দু'টি ট্রেনের তাঁরা ব্যবস্থা রাখছেন যাতে কর্মীদের কোনও রকম সমস্যা না-হয়। তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, একুশে জুলাই মানেই কর্মী সমর্থকদের একটা আবেগ। যত বছর যায় একুশে জুলাই তার পুরনো সমস্ত রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড তৈরি করে। এবছরও তেমনই নতুন রেকর্ড তৈরি হবে। পঞ্চায়েত মন্ত্রীর সাথে তারাও মিছিলে উৎসাহের সঙ্গে পা মিলিয়ে ছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে কী বার্তা দেবেন সেই বার্তার অপেক্ষায় রয়েছে দলের কর্মী-সমর্থকরা।

কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভাপতি কুলদীপ সরকার জানিয়েছেন, ১৩ জন শহিদকে শ্রদ্ধা জানাতে এবং তর্পণ করতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা একুশে জুলাইয়ের সভায় হাজির হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দিচ্ছেন তা শোনার জন্য। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা নির্বাচনের জন্য সবসময় প্রস্তুত রয়েছেন। ২৬-এর আগে একুশে জুলাইয়ের নির্বাচনে নতুন করে দলীয় কর্মীদের লড়াইয়ে নামার জন্য ঘণ্টা বাজিয়ে লড়াইয়ের প্রস্তুতির কোনও প্রয়োজন নেই। আগামী ২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধীরা বাংলার বুকে বিরোধী আসনের জন্য সিট দখল করতে পারে কিনা, এখন সেটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে তাদের।

এদিন সিলামপুর গ্রামের মিছিল শেষ করে কাঁকসার বাবনাবেড়া গ্রামেও ২১ জুলাইয়ের সমর্থনে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলে যোগ দেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ছাড়াও দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ দপ্তরের চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল নেতা পল্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, কাঁকসা ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কুলদীপ সরকার, ব্লকের সভাপতি নবকুমার সামন্ত, জেলা কিষান খেত মজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি জয়ব্রত বৈদ্য, তৃণমূল নেতা তথা আমলাজোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসিম আলি মীর, প্রধান কণিকা বাগদি-সহ অন্যান্যরা।

উন্নয়নের প্রশ্নে লড়াই চেয়ারম্যান-বিধায়কের

সিউড়ি পুরসভায় চেয়ারম্যানসহ কাউন্সিলররা

মিলন গোস্বামী ● বীরভূম

উন্নয়ন নিয়ে তরজা তুঙ্গে সিউড়িতে। বাকযুদ্ধে তৃণমূলের সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় বনাম সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। শনিবার এই খবরে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলের কর্মীরা।

ঘটনার সূত্রপাত সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের ডিরেক্টর অব লোকাল বডিজ অর্থাৎ ডিএলবির কাছে সাত জন কাউন্সিলরদের নামাঙ্কিত স্বাক্ষর করা দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযোগের চিঠি। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে শুক্রবার তদন্ত করতে সিউড়ি পুরসভায় আসেন দুই সদস্যের প্রতিনিধি দল। ঘটনার তদন্ত করতে এসে দুই প্রতিনিধি চেয়ারম্যান-সহ কাউন্সিলরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করেন। পাশাপাশি অফিসের কর্মী এবং আধিকারিকদের সঙ্গেও এই বিষয়ে তারা কথা বলেন। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সরাসরি রাস্তায় না-নেমে কি কারণে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন কাউন্সিলররা?

বিরোধী রাজনৈতিক দলের পক্ষে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতা বলেন, ভোট আসছে তাই বাজার গরম করতেই এমন উদ্যোগ। সাত জন তৃণমূল কাউন্সিলর যাঁদের নাম করে সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, সেই কাউন্সিলররা অবশ্য চিঠিতে 'সই'য়ের কথা অস্বীকার করেন। কাউন্সিলর দেবদাস সাহা বলেন, 'আমাদের সই জাল করে এমন অভিযোগ আনা হয়েছে এই অভিযোগ আমরা করিনি।' কাউন্সিলর মণিদীপা মুখার্জি বলেন, 'অভিযোগকারী হিসেবে আমার নাম রয়েছে। কিন্তু আমি কোনও সই করিনি। আমার নাম লিখে আমাকে চক্রান্ত করে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে।'

চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ উঠলেও সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দাবি করেন, কোনও রকম আর্থিক তছরুপ করা হয়নি, শহরের যতগুলি কাজ হচ্ছে সবকটি ডিপিআর করেই এবং কাউন্সিলরদের মতামত নিয়ে রেজুলেশন পাস করিয়ে করা হয়। তাঁর অভিযোগ, সিউড়ি শহরের উন্নয়নের জন্য বিধায়ক তেমন উদ্যোগী নন তিনি গ্রামাঞ্চল নিয়ে বেশি ব্যস্ত। বিধানসভার ভোটের ফলাফল এবং লোকসভা ভোটের ফলাফলের নিরিখে তিনি তদন্ত করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দেন যাতে অবৈধ টোটো এবং রাস্তার ধারে হকারদের জন্য জনসাধারণ যে বিমুখ সেই বিষয়েও লিখিত আকারে জানান।

সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী

এ বিষয়ে বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, 'সিউড়ির জন্য হাই মাস্ট লাইট, পানীয় জলের ব্যবস্থা অ্যাম্বুল্যান্স-সহ নানা কাজ করেছি। সামনে ভোট আসছে, কুঁজোর ও তো চিৎ হয়ে শোবার ইচ্ছা হয় তাই হয়তো কেউ কেউ স্বপ্ন দেখছেন, যা খুশি বলছেন প্রয়োজন পড়লে সমস্ত তথ্য দেব। এ বিষয়ে দলেও প্রয়োজনে আলোচনা করা হবে।' এরপর বিধায়ক বলেন, যেটুকু বিধায়ক তহবিলের টাকা পাওয়া যায় সেই টাকা দিয়েই তিনি উন্নয়নের চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

শনিবার পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় যখন কাউন্সিলরদের নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হচ্ছেন ,তখন কয়েকজন কাউন্সিলর অনুপস্থিত থাকায় বেশ কিছু প্রশ্ন চিহ্ন উঠছে। চেয়ারম্যান সরাসরি বিধায়কের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন কাউন্সিলরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুললেও, সাতজন কাউন্সিলর আদৌ কি এই চিঠি দিয়েছে নাকি এর মধ্যে অন্য কিছু রহস্য রয়েছে, তা জানা যাবে তদন্ত রিপোর্ট শেষ হওয়ার পর। তবে সিউড়ি পুরসভা বীরভূম জেলার অন্য আরও পাঁচটি পুরসভার থেকে যে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে পরিষেবার দিক দিয়ে তা কিন্তু বারবার অভিযোগ করছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

বিরোধীদের অভিযোগ সিউড়ি পুরসভার কাউন্সিলররা এখন নিজেরাই পার্টনারশিপ গড়ে ফ্ল্যাট তৈরিতে ব্যস্ত তাই জল কিংবা ফ্ল্যাটের পারমিশন পেতে তাদের বেগ পেতে হয় না। বিজেপি নেতা বাবন দাস বলেন, সিউড়ির উন্নয়ন থমকে আছে সিউড়ি পুরসভার জন্য কিন্তু বিধায়ক সিউড়ির কোনও উন্নয়নেই সাহায্য করেননি এটাও সত্য, তিনি ব্যস্ত বালি নিয়ে আর সিউড়ির পানীয় জলের সমস্যা, ড্রেনের সমস্যা সর্বোপরি রাস্তার দু'পাশে যে ভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো পার্টির কার্যালয় গড়ে তুলছেন ফ্যান ক্লাবের নাম দিয়ে তাতে সাধারণ মানুষের চলাচলের অসুবিধা যেমন হচ্ছে, তেমনই দখলদার উচ্ছেদ না-করে সিউড়ির উন্নয়ন আটকে রেখেছে সিউড়ির বর্তমান বোর্ড। ২০২৬ সামনে, পুরসভার ভোট এবং রাজ্য বিধানসভার ভোট তার আগেই পুরসভার চেয়ারম্যান বনাম বিধায়কের ঠান্ডা লড়াইয়ের ফল বিজেপি যে ভালো ভাবে তুলবে, সেই আশঙ্কায় তৃণমূলের নিচুস্তরের কর্মীরা। উন্নয়নের প্রশ্নে বিধায়ক বনাম সিউরি পুরসভার চেয়ারম্যানের লড়াইয়ে কোর কমিটি কি সিদ্ধান্ত নেয় সেই দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। আর সিউড়ি বাসির প্রশ্ন ভোটের আগে উন্নয়নকে ঘিরে দলীয় লড়াইয়ে দখলদার উচ্ছেদ করে রাস্তা দখল মুক্ত হবে তো? পরিশ্রুত পানীয় জল মিলবে তো? সংস্কৃতির শহরে সংস্কৃতির প্রসার বাড়বে তো?

চন্দ্রকেতুগড় ও সংগ্রহশালাকে 'ইউনাইটেড নেশনস হেরিটেজ সাইটে'র আওতাধীনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালার নতুন কমিটি গঠন, নেওয়া হতে চলেছে একাধিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত চন্দ্রকেতুগড় ও সংগ্রহশালাকে 'ইউনাইটেড নেশনস হেরিটেজ সাইটে'র আওতায় আনার দাবি জানালেন বারাসতের সাংসদ ড. কাকলি ঘোষ দস্তিদার। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, 'বিদেশের বহু মিউজিয়ামে চন্দ্রকেতুগড়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি রয়েছে। আমি সেগুলি চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালায় ফেরত আনার জন্য দাবি জানাচ্ছি এবং শীঘ্রই সব স্থানে চিঠি লিখব।'

সম্প্রতি চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা সংস্কার ও অত্যাধুনিক করতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন ও তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর। তৈরি হয়েছে নতুন পরিচালন কমিটি। নেওয়া হতে চলেছে একাধিক উদ্যোগ। চন্দ্রকেতুগড় ও খনা মিহিরের ঢিপির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। মধ্যযুগীয় প্রত্নতাত্ত্বিক শহরটি অবস্থিত উত্তর ২৪ পরগনা বেড়াচাঁপা এলাকায়। এখানে খননকার্য করে প্রচুর পোড়া মাটির জিনিস পাওয়া গিয়েছিল। বিদ্যাধরী নদীর তিরে অবস্থিত এই বহু প্রাচীন শহরের খোঁজ পাওয়ার পর অবৈধ উপায়ে বহু ব্যবসায়ী সেখানে খনন করে পাওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি যার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম ছিল সেগুলি মোটা টাকার বিনিময়ে পাচার করতে শুরু করে।

সেইসময় স্থানীয় কিছু মানুষ জিনিসগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝে সেগুলির কিছু কিছু সংরক্ষণ করে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দিলীপকুমার মৈতে। তিনি এই স্থান থেকে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেগুলি একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করেছিলেন। সেই সংগ্রহশালাটি ছিল দেবালয় গ্রামে। তার শেষ বয়েসে তিনি সেগুলি সরকারকে বিষয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করেছিলেন। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে বারাসাতের সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের উদ্যোগে এবং রাজ্য সরকারের সযোগিতায় বেড়াচাঁপাতেই তৈরি হয় চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা। ২০১৯ সালের ১১ জানুয়ারি সংগ্রহশালার উদ্বোধন করে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি সংরক্ষিত করা হয়।

বসিরহাটে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির উদ্যোগ বসিরহাটের খোলাপোতা এলাকায় শনিবার অনুষ্ঠিত হল ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভা। সভায় বক্তব্য রাখেন আইএনটিটিইউসি'র নবনিযুক্ত সভাপতি এটিএম আবদুল্লা ওরফে রনি, চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বিধায়ক সুকুমার মাহাতো, ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, কাজি আবদুল রহিম ওরফে দিলু, রফিকুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা। এদিনের সভায় শ্রমিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। এদিন এটিএম আবদুল্লা ২১ জুলাইয়ের তাৎপর্য বিশ্লেষণের পাশাপাশি প্রতিশ্রুতি দেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র পক্ষথেকে ৭০ টির বেশি বাস শহীদ দিবস তাদের সম্মান জানাতে ও দলনেত্রীর নির্দেশ শুনতে ধর্মতলা যাবে।

মধ্যরাতে ব্যান্ডেল স্টেশন চত্বরের বেআইনি সব দোকান ভাঙল রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আগেই রেলের তরফে অবৈধ দোকান উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই নোটিসের বিরোধিতা করে চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলেন। বুলডোজার দিয়ে শুক্রবার মধ্যরাতে ব্যান্ডেল স্টেশন চত্বরের অবৈধ সব দোকানপাট ভেঙে দেওয়া হল। মানুষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, উচ্ছেদের চেষ্টা হলে আন্দোলন হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল ঠিক বিপরীত ছবি। প্রচুর আরপিএফের উপস্থিতিতে বুলডোজার চালিয়ে বিনা বাধায় সব দোকান ভেঙে দেওয়া হল রেলের তরফে।

কয়েক দশক ধরে ওই এলাকায় রেলের জমিতে দোকান চালিয়ে সংসার চালাতেন অনেকেই। অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় ব্যান্ডেল স্টেশনকে আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হবে। আমূল বদল হবে স্টেশনের পরিকাঠামোতেও। সেই কারণেই দখলকারীদের উচ্ছেদ বলে রেল সূত্রে খবর। এই বিষয়ে বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, রাতের অন্ধকারে চোরের মত কাজ করেছে রেল। মানুষ বুঝুক কতটা অমানবিক কেন্দ্র সরকার।দলের সঙ্গে কথা বলবেন এই বিষয়ে। তারপরে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।

পালটা বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ বলেন, 'বিধায়ক জানতেন তাঁরা দখলদারদের সমর্থন করছেন। তাই রাতে যখন উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তখন তৃণমূল নেতাদের দেখা মেলেনি। উচ্ছেদের নোটিস দেওয়ার পরে বিধায়ক ঝাঁটা হাতে মিছিল করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন।' দোকানদাররা জানান, দীর্ঘদিন ধরে দোকান চালিয়েই তাঁদের সংসার চলে। যাঁরা দোকানে কাজ করেন, তাঁদেরও পরিবারও চলে। তাঁদের দাবি, করোনার আগে রেলকে নিয়মিত ভাড়াও দিতেন তাঁরা। ইলেকট্রিক বিল মেটাতেন। টাকা জমা দেওয়ার রশিদও রয়েছে তাঁদের। কিন্তু করোনার পরে টাকা জমা দিতে গেলে সেই টাকা নেওয়া হয়নি। এখন রেলের তরফে রাতারাতি উচ্ছেদ করে দেওয়ায় পথে বসেছেন ওই দোকানের মালিক এবং কর্মীরা।

আয়ুর্বেদিক পরিষেবা কেন্দ্র চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া-১ ব্লকের আঁচুড়ি গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আদর্শ আয়ুষ সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, আয়ুর্বেদিক পরিষেবা কেন্দ্র চালু হল। শনিবার এই কেন্দ্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলিন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শ্যামল সরেন। তিনি বলেন, আয়ুষের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। হাসপাতালগুলোতে মানুষের ভিড় সেকথা প্রমাণ করে।

বাঁকুড়া জেলায় চারটি আদর্শ আয়ুষ সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র চালু হয়েছে, এর পাশাপাশি আরও ছ'টি কেন্দ্রের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। আঁচুড়ির বিএমওইচ ড. অরিজিৎ কুণ্ডু বলেন, এখানে আয়ুষ পরিষেবা কেন্দ্র আগে থেকেই ছিল, এবার মডেল অর্থাৎ আদর্শ কেন্দ্র হিসেবে কাজ শুরু করলো। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার পাশাপাশি যোগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও চালু হবে বলে তিনি জানান।

আলুর দাম নিয়ে চাষিদের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: হিমঘর খোলার পর থেকে আলুর দাম কার্যত একই জায়গায় থমকে রয়েছে। আলুর দাম নিয়ে চাষিদের উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। দাম বৃদ্ধির অপেক্ষায় অনেকে হিমঘর থেকে আলু বের করতেই ইতস্তত করছেন। চাষিদের দাবি, 'আলু হিমঘরে রেখে এখন যা দাম পাচ্ছি আলুর ওঠার সময় বিক্রি করলে এর দ্বিগুন দাম পেতাম।' অতিরিক্ত মুনাফার আশায় হিমঘরে আলু রেখে এখন তাঁরা আফশোস করছেন। শনিবার মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন হিমঘরে ৫০ কেজি প্যাকেটের পোখরাজ আলুর বন্ড বিক্রি হয়েছে ২০০ টাকায়। একই ওজনের জ্যোতি আলুর বন্ড বিক্রি হয়েছে ৩০০ টাকায়।

এবার আলুর উৎপাদন বেশি হওয়ায় অধিকাংশ হিমঘর কানায় কানায় ভর্তি হয়েছিল। পাশাপাশি সে সময় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, অসম, ওড়িশায় প্রচুর আলু রপ্তানি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ব্যবসায়ীরা বাংলা থেকে আলু কিনে নিজের রাজ্যে হিমঘরজাত করেছিলেন। ভিন রাজ্য থেকে আলুর চাহিদা থাকায় কোল্ড স্টোর লোডিংয়ের সময় চাষিরা আলুর ভালো দামও পেয়েছিলেন। এবার পোখরাজ আলু ৪০০-৪৫০ টাকা প্রতি প্যাকেট দামে ঠান্ড ঘরে ঢুকেছে। জ্যোতি আলুর দাম ছিল ৫০০-৫৫০ টাকা। আলু চাষি বকুল শেখ বলেন, 'দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় সে সময় জমির আলু বাড়িতে মজুত রেখেই বিপদ ডেকে এনেছিলাম। শেষ মূহূর্তে আলু বিক্রি করতে না-পারায় বাধ্য হয়েই হিমঘরে রেখেছিলাম।'

বেশি দামের আশায় বহু চাষি ঝুঁকি নিয়ে শুরু থেকেই জমি থেকে আলু তুলে সরাসরি হিমঘরে রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন হিমঘর খুললে আরও বেশি দাম পাওয়া যাবে। চাষিদের সেই ধারণাই এখন ভ্রান্ত হতে বসেছে। সুকুমার মণ্ডল বলেন, 'অগ্রিম বুকিংয়ের টাকা লাগেনি। স্টোরে আলু রাখতে জায়গারও সমস্যা হয়নি। খেতের ফসল রিস্ক নিয়েই রেখেছিলাম। এখন আফসোস করা ছাড়া কোনও গতি নেই।'

আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘর মালিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার চাষিরাই হিমঘরে বেশি আলু রেখেছেন। তুলনায় ব্যবসায়ীরা কম ঝুঁকি নিয়েছেন। আলু ব্যবসায়ী পলাশ ঘোষ বলেন, এবার আলুর উৎপাদন দেখেই ব্যবসায়ীরা হিমঘরে আলু রাখতে কয়েক কদম পিছিয়ে গিয়েছিল। আলু কারবারীরা জানতেন, হিমঘর খুললেও অন্য রাজ্যের চাহিদা থাকবে না। ফলে আলুর দাম এবার সে ভাবে বাড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, ভিন রাজ্যে আলুর চাহিদা হলেই দামের হেরফের হবে।

ছত্তিশগড়ের সুকমায় আত্মসমর্পণ ২৩ মাওবাদীর

রায়পুর, ১২ জুলাই: ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনে এক সপ্তাহের মধ্যে তৃতীয় বার সরকারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আত্মসমর্পণ মাওবাদী বাহিনীর। দান্তে ওয়াড়া, নারায়ণপুরের পরে এ বার সুকমা জেলায়। শনিবার ১১ কমান্ডার-সহ সিপিআই (মাওবাদী)-র সশস্ত্র শাখা পিএলজিএ (পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি)-র ২৩ জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের মাথার মোট দাম ছিল ১ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা।

জানা গিয়েছে, সুকমায় পুলিশ সুপারের অফিসে আত্মসমর্পণ করে মাওবাদীরা। নারায়ণপুর জেলায় ২২ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করার একদিন পরেই এই ২৩ জন আত্মসমর্পণ করে। এদিকে গত বুধবার ছত্তিশগড়ের দান্তেওয়ারা জেলায় অস্ত্র-সহ ১৩ জন মাওবাদী নেতা আত্মসমর্পণ করেন। পরপর মাওবাদীনেতাদের এই আত্মসমর্পণ নিজেদের অভিযানের সাফল্য হিসাবেই দেখছেন যৌথ বাহিনীর আধিকারিকরা।

আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীরা পিএলজিএ-র সবচেয়ে দক্ষ বাহিনী হিসেবে পরিচিত ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্য বলে জানিয়েছেন সুকমার পুলিশ সুপার কিরণ চৌহান। তিনি বলেন, 'মাওবাদী নেতা-কর্মীদের দ্রুত মোহভঙ্গ হচ্ছে। তাই আত্মসমর্পণের প্রবণতা বাড়ছে।' তিনি জানান, আত্মসমর্পণকারী লোকেশ ওরফে পোডিয়াম ভীমা, রমেশ ওরফে কালমু কেসা, কাওয়াসি মাসা, মাদকাম হুঙ্গা, নুপ্পো গাঙ্গি, পুনেম দেবে, পারস্কি পান্ডে, মাদভি জোগা, নুপ্পো লাচ্চু, পোডিয়াম সুখরাম এবং দুধি ভীমার প্রত্যেকের মাথার উপর ৮ লক্ষ টাকা করে পুরস্কার ঘোষিত ছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের উপস্থিতিতে তাঁরা আত্মসমর্পণ করেন।

বুধবার দান্তেওয়াড়া জেলায় আত্মসমর্পণ করেছিলেন দুই মহিলা-সহ ১২ জন মাওবাদী জঙ্গি। পুলিশ জানিয়েছে, এঁদের মধ্যে ন'জনের মাথার উপর মোট ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার ছিল। শুক্রবার নারায়ণপুর জেলায় মাড় ডিভিশনাল কমিটির তিনটি এরিয়া কমিটির কমান্ডার এবং সদস্য মিলিয়ে ২২ জন জঙ্গি আত্মসমর্পণ করেন। তাঁদের মাথায় দাম ছিল ২৮ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আগামী বছরের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদী মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ছত্তিশগড় পুলিশের দাবি, সেই সময়সীমার মধ্যেই একদা 'রেড করিডোর' বস্তারে পুরোপুরি শান্তি ফিরবে।

কুনোয় মৃত আরও এক চিতা

কুনো, ১২ জুলাই: মধ্যপ্রদেশের কুনো জাতীয় উদ্যানে মৃত্যু হল এক পূর্ণবয়স্ক চিতার। নামিবিয়া থেকে আনা হয়েছিল ওই স্ত্রী চিতাকে। বন দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, সম্ভবত নিজের ঘেরাটোপে শিকার ধরার সময়ে জখম হয়েছিল আট বছরের চিতাটি। তার জেরেই শনিবার তার মৃত্যু হয়েছে।

বন দপ্তর জানিয়েছে, যে চিতার মৃত্যু হয়েছে, তার নাম নভা। তার শরীরের বাঁ দিকের হাড় ভেঙেছিল। তা ছাড়া ক্ষত হয়েছিল। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে চিকিৎসা করার পরেও লাভ হয়নি। চিতার দেহের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। নভার মৃত্যুর পরে কুনোয় এখন চিতার সংখ্যা ২৬। তার মধ্যে ছ'টি স্ত্রী, তিনটি পুরুষ এবং ১৭টি শাবক। ওই শাবকগুলির জন্ম ভারতেই হয়েছে। বন দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই চিতারা সুস্থ রয়েছে।

বিশ্বের সবথেকে বড় মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হতে চলেছে ভারত!

প্রকাশ্যে পিউ-এর চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

স্ট্রিপ **নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই:** বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হতে চলেছে ভারত! এমনই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সামনে এনেছে আন্তর্জাতিক সংস্থা পিউ। দাবি করা হয়েছে, আগামী ২৫ বছরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হতে চলেছে ভারত।

পিউ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়াবে ২.৮ মিলিয়ন। সেই হিসেবে ২০৫০ সালের মধ্যে ইন্দোনেশিয়াকে পিছনে ফেলে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হয়ে উঠবে ভারত। সম্প্রতি এই সংস্থার তরফে যে রিপোর্ট সামনে আনা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, বিগত ১০ বছরে বিশ্বে মুসলিমদের জনসংখ্যা বেড়েছে ৩৪.৭ কোটি। যা অন্য সমস্ত ধর্মের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধির চেয়েও বেশি। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সংখ্যা যেখানে ২০১০ সালে ছিল ২৩.৯ শতাংশ সেটাই ২০২০ সালে হয়েছে ২৫.৬ শতাংশ। এর কারণ হিসেবে দাবি করা হয়েছে, মুসলিমদের জন্মহার মৃত্যু হারের চেয়ে অনেক বেশি। তবে এই সংখ্যায় ধর্মান্তকরণের ঘটনাও রয়েছে। যদিও তার পরিমাণ কম। মুসলিম জনসংখ্যার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে।

অন্যদিকে পিউ'র রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১০-২০ সময়কালে হিন্দুদের জনসংখ্যা বেড়েছে ১২ শতাংশ। যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রায় সমান। ২০২০ সালে বিশ্বে হিন্দুদের জনসংখ্যা ১.২ মিলিয়ন, যা বিশ্বের জনসংখ্যার ১৪.৯ শতাংশ। এদিকে সবচেয়ে বেশি হিন্দু জনসংখ্যার দেশ ভারতে হিন্দুদের জনসংখ্যা কিছুটা কমেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১০ সালে ভারতে হিন্দুদের জনসংখ্যা যেখানে ছিল ৮০ শতাংশ। ২০২০ সালে সেটা কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৯ শতাংশ। সেখানে মুসলিমদের জনসংখ্যা ১৪.৩ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫.২ শতাংশ। ১০ বছরে ভারতে মুসলিমদের জনসংখ্যা ৩.৫৬ কোটি বেড়েছে বলে জানিয়েছে ওই আন্তর্জাতিক সংস্থা। এই বৃদ্ধির জন্য অধিক প্রজননকেই দায়ী করা হয়েছে। ধর্ম পরিবর্তনের ঘটনা থাকলেও তা তুলনায় অনেক কম।

দিল্লিতে ভাঙল চারতলা বাড়ি, মৃত অন্তত ২

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই: ফের রাজধানীতে আতঙ্ক! শনিবার সকাল ৭টা নাগাদ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল চারতলা বাড়ি। ভগ্নস্তূপের তলায় আটকে মৃত্যু হয়েছে ২ বাসিন্দার। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির সীলমপুরে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, বাড়িটি ভেঙে পড়তে পারে এই রকম আভাস পাওয়া যায়নি। কার্যত হঠাৎই বজ্রপাতের মতো ধসে পড়ে চারতলা নির্মাণটি। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, 'সকালে বিকট শব্দ শুনতে পাই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি বাড়িটি ভেঙে পড়েছে। ভিতর থেকে চিৎকারের শব্দ পাই। এলাকার সবাই ছুটে আসে। প্রশাসনকে খবর দিয়ে উদ্ধারকার্য শুরু করি আমরা।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়িটিতে ১২ জন থাকেন। তাঁদের মধ্যে শিশু ও মহিলাও রয়েছে। তবে দুর্ঘটনার সময় কতজন ছিলেন তা জানা যায়নি। ঘটনার খবর পাওয়ার পরই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল। এনডিআরএফের দল। উদ্ধারকার্যে হাত লাগান স্থানীয়রাও। ইট-সিমেন্টের স্তূপ থেকে চারজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বাকিরা আটকে ছিলেন। পরে ২ জনকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বাড়িটি কী কারণে ভেঙে পড়ল তার কারণ জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে কাঠামোগত দুর্বলতার জন্য চারতলা বাড়িটি ভেঙে পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হাসিনা-কন্যাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠাল হু

ঢাকা, ১২ জুলাই: বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছুটিতে পাঠাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান ছিলেন তিনি। এখনও পর্যন্ত 'হু' এই বিষয়ে পরিষ্কার কিছু জানায়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, তাঁর বিরুদ্ধে চলতে থাকা দুর্নীতির মামলাই রয়েছে নেপথ্যে।

বছরের শুরুতে, বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন 'দুদক' হাসিনার মেয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তিনি তাঁর মায়ের প্রভাবেই হু-এর আঞ্চলিক প্রধান হয়েছিলেন। পাশাপাশি আরও অভিযোগ, সায়মা নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। এবং তিনি যে সংস্থার একসময় প্রধান ছিলেন সেই 'সূচনা ফাউন্ডেশন'-এর জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ২৮ মিলিয়ন ডলার অনুদান হিসেবে জোগাড় করেছিলেন। যদিও তহবিলের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে প্রতারণার জন্য দণ্ডবিধির ধারা (৪২০) এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ৫(২)। মনে করা হচ্ছে, এই অভিযোগগুলিই সায়মার 'শাস্তি'র ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে।

ময়দান

রাহুলের রেকর্ড, ধৈর্যশীল জাদেজা! তবুও প্রথম ইনিংস লিডের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া ভারতের!

লর্ডস, ১২ জুলাই: লর্ডস টেস্টে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। তৃতীয় দিনের শেষে রানসমতা। প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ড করেছিল ৩৮৭ রান। সেই একই রানে থামল ভারতের ইনিংসও। অথচ এক সময় মনে হচ্ছিল গিলদের দল অনায়াসেই লিড নেবে। স্কোরবোর্ডে তখন ৩৭৬/৭। সেখান থেকে মাত্র ১১ রানে শেষ চার উইকেট হারিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করল টিম ইন্ডিয়া। তৃতীয় দিনের শুরুটা হয়েছিল দারুণ। আগের দিনের স্কোর ৩ উইকেটে ১৪৫ রান নিয়ে ক্রিজে ছিলেন কেএল রাহুল এবং ঋষভ পন্থ। দু'জনের দুরন্ত ব্যাটিংয়ে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠে ভারত। শুরুর দিকে ইংল্যান্ডের পেসারদের আগ্রাসন সামলে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাঁরা। রাহুল তো করেই ফেলেন আরেকটা ঐতিহাসিক সেঞ্চুরি; লর্ডসে তাঁর দ্বিতীয় শতরান। এর আগে একমাত্র দিলীপ বেঙ্গসরকরই এখানে দু'বার শতরান করেছিলেন, তিনি অবশ্য করেছিলেন তিনটি। কিন্তু এই রেকর্ডের সঙ্গেও তাল মিলিয়ে নতুন ইতিহাসে নাম লেখালেন রাহুল। অন্যদিকে পন্থও খেলেন দায়িত্বশীল ইনিংস। তবে লাঞ্চের ঠিক আগেই অপ্রয়োজনে দ্রুত রান নিতে গিয়ে রান আউট হন তিনি (৭৪)। যদিও রাহুল-পন্থের ১৪১ রানের জুটি ভারতকে ইংল্যান্ডের স্কোরের কাছাকাছি নিয়ে যেতে অনেকটাই সাহায্য করে। রাহুলও সেঞ্চুরি করার কিছু পরেই ফিরে যান শোয়েব বশিরের বলে। মাঝের ব্যাটিংয়ে ভারতের বড় ভরসা হয়ে ওঠেন রবীন্দ্র জাডেজা, নীতীশ রেড্ডি ও ওয়াশিংটন সুন্দর। তিন জনেই পরিস্থিতি বুঝে সাবধানী ব্যাটিং করেন। বিশেষ করে জাডেজা আবারও প্রমাণ করলেন, দলের ক্রাইসিস ম্যান তিনি। জেদ আর ধৈর্যে ঠান্ডা মাথায় ইনিংস গড়েছেন। তাঁর করা ৭২ রানের ইনিংসটা শতরানের সমতুল্য বললেও ভুল হবে না। নীতীশ রেড্ডি যদিও কিছুটা স্লো ব্যাটিং করেছেন; ৩০ করতে নিয়েছেন ৯১ বল; তবু তিনি আস্থার জায়গা তৈরি করেছেন। জাডেজা-নীতীশের জুটিতে দু'বার রান আউটের সুযোগ তৈরি হলেও বিপদ হয়নি। পরে ওয়াশিংটনও ছোটো অথচ কার্যকর ইনিংস খেলেছেন। তবে শেষদিকে আবার পুরনো সমস্যায় ঘায়েল হল ভারত। টেলএন্ডারদের কাছ থেকে রান পাওয়ার আশা আর রাখা যাচ্ছে না। বুমরাহ, সিরাজরা লোপ্পা বলেও রান করতে পারলেন না, বরং উইকেট দিয়ে এলেন। যেখানে ইংল্যান্ডের ব্রাইডন কার্স ন'নম্বারে নেমে অর্ধশতরান করে গেলেন, সেখানে ভারতের শেষ চার উইকেট পড়ে গেল মাত্র ১১ রানে। এই একটাই দিক ভারতের বড় দুর্বলতা হয়ে উঠছে বারবার। ম্যাচ জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে টেলএন্ডার ব্যাটিং ব্যর্থতা। তবে এখন পর্যন্ত বললে, লর্ডস টেস্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে সমতায়। ম্যাচের বাকিটা নির্ভর করছে বোলারদের পারফরম্যান্সের উপর।

পিছিয়ে থেকেও কাস্টমসের বিরুদ্ধে ড্র ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কল্যাণী স্টেডিয়ামে কলকাতা লিগের ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মুখোমুখি হয়েছিল ক্যালকাটা কাস্টমসের। ম্যাচ শেষ হল ২-২ ড্রয়ে। কাস্টমসের বাঙালি ব্রিগেডের কাছে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে এগিয়ে যায় কাস্টমস। পেনাল্টি থেকে গোল করেন কাস্টমসের শ্লোক তিওয়ারি। সৌরভ সেনের গোলে ২-০ করে কাস্টমস। পিছিয়ে থেকেও ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত কামব্যাক করে ইস্টবেঙ্গল। আনাস্থু ও প্রভাত লাকরার গোলে সমতায় ফেরে ইস্টবেঙ্গল।

প্রথম একাদশে একাধিক পরিবর্তন করে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। প্রথম একাদশে শুরু করেন প্রভাত লাকরা, বিক্রম প্রধানরা। ম্যাচের ২ মিনিটের মাথায় সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। গুইতে পেকার শট গোল পোস্টের ধার দিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। কয়েক মিনিটের মাথায় আবারও সুযোগ পায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁদিক থেকে বিক্রম প্রধানের বাড়ানো বল ধরতে ব্যর্থ কুশ ছেত্রী। ১১ মিনিটে আবারও বড় সুযোগ হাতছাড়া করে ইস্টবেঙ্গলের সঞ্জীবের ঘোষ। আমন সিকের ভাসানো বল কাস্টমসের ডিফেন্ডারের হেড করে বাঁচাতে যান, বল পেয়ে আমন সিকের শট লক্ষ্যভ্রষ্ট। ফিরতি বল পেয়ে সঞ্জীবও গোল করতে ব্যর্থ।

কাস্টমস একটি ফ্রি-কিক পেলেও অমিত চক্রবর্তীর শট মাঠের বাইরে চলে যায়। ম্যাচের ১৬ মিনিটে বক্সের ভিতরে ইস্টবেঙ্গলের চাকু মান্ডি সুময় সোমকে ফাউল করেন। সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির নির্দেশ দেন রেফারি। পেনাল্টি থেকে গোল করেন শ্লোক তিওয়ারির গোল। ২১ মিনিটে সৌরভ সেনের গোলে ২-০ করে কাস্টমস। ২৭ মিনিটে গুইতে পেকার জায়গায় মাঠে নামেন জেসিন টিকে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরে আসে ইস্টবেঙ্গল। বক দখলের লড়াইয়ে কাস্টমসকে পিছনে ফেলে দেয় জেসিন-রোশালরা।

৫৯ মিনিটে নাসিবের শট বাঁচিয়ে দেন কাস্টমস গোলকিপার অর্ণেন্দু দত্ত। ৬১ মিনিটে জেসিনের পাআ থেকে আনাস্থুর গোলে সমতা ফেরায় ইস্টবেঙ্গল। ৭১ মিনিটে প্রভাত লাকরার গোলে ২-২ করে ইস্টবেঙ্গল। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। কাস্টমস কোচ বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য বার্তা দিয়ে গেলেন, বাঙালি ছেলেদের নিয়েও বড় দলকে লড়াই দেওয়া যায়।

ইতিহাস গড়ে প্রথমবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইতালি

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথমবারের জন্য আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে জায়গা করে নিল ইউরোপের ফুটবল পরাশক্তি ইটালি। এবার ক্রিকেট বিশ্বমঞ্চে অভিষেক হবে 'আজুরিদের'। ২০২৬ সালে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে চলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে তারা। তবে এই অর্জনের পথ ছিল যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং ও নাটকীয়। ইউরোপিয়ান কোয়ালিফায়ার পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে ইতালি মুখোমুখি হয়েছিল শক্তিশালী নেদারল্যান্ডসের। পয়েন্ট তালিকায় ম্যাচ শুরুর আগে ইতালির ৫, নেদারল্যান্ডসের ৪ এবং জার্সির ৩ পয়েন্ট ছিল। ফলে একাধিক দলের সামনে সুযোগ ছিল যোগ্যতা অর্জনের। ইতালি প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে তোলে ১৩৪ রান। জবাবে নেদারল্যান্ডস ১৫ ওভারে ১২৫ রান করলেও, তখনও জয় আসেনি। শেষ পর্যন্ত তারা ম্যাচ জেতে ৯ উইকেটে, তবে তা ১৫ ওভার অতিক্রম করে। ফলে জার্সির স্বপ্ন ভাঙে, কারণ তারা বড় ব্যবধানে জিতলেও, অন্য ম্যাচের ফলাফলে পিছিয়ে পড়ে। নেট রানরেটই হয়ে ওঠে ভাগ্যনির্ধারক। নেদারল্যান্ডস (১.২৮১) ও ইতালি (০.৬১২) জায়গা করে নেয় বিশ্বকাপে। জার্সি সমান পয়েন্ট নিয়েও (০.৩০৬) ছিটকে যায়। ইউরোপিয়ান ক্রিকেটের নতুন অধ্যায় শুরু করল ইতালি।

উত্তরাখণ্ডে ফুটসল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৩ অগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে এআইএফএফ ফুটসল ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ। ১৮ আগস্ট পর্যন্ত চলবে এই টুর্নামেন্ট। ম্যাচগুলি উত্তরাখণ্ডের রুদ্রপুরের শ্রী মনোজ সরকার স্টেডিয়ামের শিবালিক হলে অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সর্বোচ্চ স্তরের এই ফুটসল টুর্নামেন্টের চতুর্থ সংস্করণে মোট ১৭টি ক্লাব খেলবে। দলগুলিকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। তিনটি গ্রুপে রয়েছে চারটি দল এবং একটি গ্রুপে পাঁচটি দল। প্রতিটি গ্রুপের শীর্ষে থাকা দুটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। উত্তরাখণ্ডের করবেট এফসি এই টুর্নামেন্টের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। তাদের লক্ষ্য থাকবে এবার ঘরের মাঠে আবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়া।

ভারতের ৮৭তম গ্র্যান্ডমাস্টার হরিকৃষ্ণণ

লা প্লাগন (ফ্রান্স), ১২ জুলাই: সাত বছর ধরে হরিকৃষ্ণণ একজন আন্তর্জাতিক মাস্টার ছিলেন। এরই মধ্যে তিনি গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার জন্য অনেক টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু বেদনাদায়কভাবে একজন গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার কাছাকাছি গিয়েও তিনি ব্যর্থ হন।

শ্যামসুন্দরের প্রশিক্ষণে ২৩ বছর বয়সী এই খেলোয়াড় অবশেষে শুক্রবার ফ্রান্সের লা প্লাগনে আন্তর্জাতিক দাবা উৎসবে তার তৃতীয় এবং শেষ জিএম-নর্ম অর্জন করেন, চূড়ান্ত রাউন্ডে তার স্বদেশী পি. ইনিয়ানের সঙ্গে ড্র করে চতুর্থ স্থান অর্জন করেন এবং ভারতের ৮৭তম জিএম হন। লা প্লাগনে (ফ্রান্স) থেকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হরিকৃষ্ণান স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

'খুব খুশি লাগছে। সাত বছর হয়ে গেছে। আমি জিএম হতে পারিনি। ২০২২ সাল থেকে, আমি নিয়মিত টুর্নামেন্টে প্রতিযোগিতা করে আসছি, কিন্তু জিএম নিয়মগুলি অর্জন করতে পারিনি। এটা সত্যিই একটি সংগ্রাম ছিল', হরিকৃষ্ণণ শনিবার বলেছেন। তিনি ২০২৩ সালে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিয়েল আন্তর্জাতিক দাবা উৎসবে তাঁর প্রথম জিএম-নর্ম এবং এই বছরের জুনে স্পেনে অনুষ্ঠিত লিন্স আন্দুজার দাবা ওপেনে তার দ্বিতীয় নর্ম অর্জন করেন।

হরিকৃষ্ণণের মতে, তিনি জানতেন যে জিএম হওয়ার জন্য শেষ দুই রাউন্ডে তাঁর ১.৫ পয়েন্ট প্রয়োজন। 'চাপ ছিল এবং আমি খুশি যে আমি তা করতে পেরেছি', তিনি বলেছেন।

E-TENDER

Sealed tenders are invited by the Prodhan, **Nandanpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Gopalpur, Nadia. **NIET NO- 06/ PBG/ 5th SFC/15TH CFC/2025-26,** Last date of application **15.07.2025 up to 1.30p.m.** For details please contact to the office.

Sd/- Prodhan,
Nandanpur Gram Panchayat.

BIRNAGAR MUNICIPALITY
Tender Notice

Name of Work:- Construction of the proposed Beautification work at Ula Markert at Rail Bazar of Ward No. 03 under Birnagar Municipality, P.O.- Birnagar, Dist- Nadia.

Sl. No.	NIT No.	Tender ID	Date of Publishing	Bid submission closing date online
1	WBMAD/BM/4e/2025-26 Memo No. 321/PWD Dt. 11.07.2025	2025_MAD_877585_1	11.07.2025 at 06.00 PM	29-07-2025 at 04.30 pm

For details please visit www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org

Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা

বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ইলিশ

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বর্ষাকাল আসলে বাঙালির খাবারের তালিকায় যে নামটি যুক্ত হয় সেটি হলো ইলিশ মাছ। প্রত্যেক বাঙালি বর্ষাকালে এই ইলিশ মাছের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে। ইলিশ মাছের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। প্রায় ৫ হাজার বছর আগে থেকেই ইলিশ মাছ ধরা ও খাওয়ার ঐতিহাসিক প্রমাণ ও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার খনন কার্যে ইলিশ মাছের অস্থি পাওয়া গেছে। যা নিশ্চিত প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ইলিশ মাছ এর সাথে পরিচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইরাবতী, পদ্মা ,মেঘনা ,গঙ্গা ,সরস্বতী ও সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। ইলিশ মাছ অনেক নামে অভিহিত। যেমন সংস্কৃত তে তাকে কখনো বলা হচ্ছে গাঙ্গে কখনো বারিক কখনো জলতাপী কখনো বা ইল্লিশ ,আবার পূর্ববঙ্গের লোকেরা ইলিশ কে টুকটুকি, দুনিয়া, লিপিয়া, চেলুয়া ,তুনি ইত্যাদি নামে ডাকে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইলিশ মাছের উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় সর্বানন্দের টীকা সর্বস্ব গ্রন্থে। মনসামঙ্গলেও ইলিশ মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতকের কবি বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে লখিন্দর জন্মাবার আগে সনকার সাধ ভঙ্গনে নানাবিধ পদের সঙ্গে দক্ষিণ সাগরের কলা দিয়ে ইলিশের ঝোলের কথা উল্লেখ আছে। — 'আনিয়া ইলিশ মৎস্য/করিল ফালাফালা/তা দিয়ে রাঁধে ব্যঞ্জন/দক্ষিণ সাগর কলা'। বেহুলা- লখিন্দারের বিয়েতে বেহুলার বাবা পাত্রপক্ষকে যে আঠারো রকমের ভাজা দিয়েছিলেন তার মধ্যে ইলিশ ভাজাও ছিল। পদ্মা পুরাণে ইলিশের উল্লেখ আছে।---রোহিতের মুণ্ড দিয়া রান্ধে মুলা শাক/সরিষার শাক রান্ধে ইলিশার শিরে। ভাদু আর টুসু ব্রতের গানেও ভাদু কে বলা হয়েছে সে রাঢ় বাংলার মেয়ে তাই পোস্ত খাবে; ইলিশ নিয়ে তাকে লালায়িত হতে বারণ করা হচ্ছে। ওরে ভাইরে ভাই রাঢ়ের ইলিশ পিরিত নাই/ভাদ্র মাসে ভাদু খাবে ইলিশ গঙ্গায় পদ্মায়/অ টুসু ইলিশ ইলিশ করিস না/ইলিশ লিয়ে তুর লালসা মানায় না/

দ্বাদশ শতকে পন্ডিত জিমূত বাহন এবং পরে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকারের লেখায় ' পাঙ্গাস ইলিশ' বলে একটি শব্দ পাওয়া যায়। ইলিশ মাছ আবার দেশপ্রেমের পরিচয় দেয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে সাধারণ নির্বাচনের ছড়ায় লেখা হয়েছিল----ইলিশ মাছের ত্রিশ কাঁটা/বোয়াল মাছের দাড়ি/ইয়াহিয়া খান ভিক্ষা করে/শেখ মুজিবের বাড়ি।

বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে ইলিশের স্থান অগ্রগণ্য। একটি প্রাচীন শ্লোক সংস্কৃত তে আছে সেটি হল 'সর্বে যামেব মৎস্যেনাম ইল্লিশ শ্রেষ্ঠ উচ্চতে' অর্থাৎ মাছের মধ্যে সেরা ইলিশ। ইলিশ মাছের স্বাদ গন্ধের জন্য কেউ তাকে বলে মাছের রাজা আবার কেউ তাকে বলে মাছের রানী।

হ্যামিল্টন বুকানন নামে এক সাহেব বঙ্গোপসাগরের মাছ নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি ইলিশ মাছটি দেখতে পেয়ে তার নাম করেন হিলসা। আর এই হিলসা ও ইলিশা মিলেমিশে এক হয়ে যায় ইলিশ নামে। ইলৃঈশ---ইলিশ/ নামটি উদ্ভব হয়। অর্থাৎ যেটির মানে জলের ঈশ্বর।

সাহিত্যে কবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই ইলিশের উল্লেখ আছে। রামেশ্বর চক্রবর্তী শিবায়ন বইতে উল্লেখ করেছেন--ভেটকি ইলিশ আড়ি মা তোর সাগর কলই গড়ই কই কত জলচর ' সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত ইলিশে গুঁড়ি কবিতা এই প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক---ইলিশে গুঁড়ি ইলশে গুঁড়ি/ইলিশ মাছের ডিম/ইলিশে গুঁড়ি ইলশে গুঁড়ি/দিনের বেলায় হিম। আবার বাংলায় ধাঁধা হিসেবেও ইলিশ মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন রুপোর পাতে মারে ঘা, পানির বুকে ফেলল পা। যোগেন্দ্রনাথ সরকারের ইলিশ মাছকে নিয়ে একটি বিখ্যাত ছড়ার কয়েকটি লাইন উল্লেখ করছি — সোনা নাচে কোনা, বলদ বাজায় ঢোল/সোনার বউ রেঁধে রেখেছে ইলিশ মাছের ঝোল/। এছাড়া অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম ' উপন্যাসে ইলিশ মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমরেশ বসুর ক্ষ্মগঙ্গাক্ষ্মতে উল্লেখ পাওয়া যায় রুপালি জলজের সন্ধানে ঘর ছাড়া মানুষের নৌকায় জীবন যাপনের চিরন্তন সংগ্রামের চিত্রটি। সমরেশ বসু সবথেকে খেতে ভালোবাসতেন কাঁচা কুমড়ো দিয়ে ইলিশ মাছ। তার কিশোর কবিতা 'নদীর স্বপ্নে'ও ইলিশ মাছের কথা এসেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ' মহারাজ আমি তোমার' কবিতায় তিনি মহারাজের চোখের জলে মাছ ধরতে চাইলেন। মহারাজ আমি তোমার চোখের জলে মাছ ধরেছি, মাছ

না মাছি কাঁকর গাছি একলা শুয়েও বেঁচে আছি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইলিশ মাছ সম্বন্ধে আরো লিখেছেন 'আসল ইলিশের স্বাদ দেড় কিলো থেকে পৌনে দু কিলোতে । আমি বাল্যকাল থেকেই ইলিশের সমঝদার, আমার মতন এমন মানুষ কমই আছে যে জ্যান্ত ইলিশ কে লাফাতে দেখেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসেও ইলিশ মাছের কথা উল্লেখ আছে — নবাব মীর কাসেমের স্ত্রী দলনি বেগম ও তার দাসী কুলসুমের কথোপকথন এর মধ্যে ইলিশ মাছের প্রসঙ্গ এসেছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইলিশ মাছের কথা উল্লেখ করেছেন। 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ইলিশ মাছের বর্ণনা দিয়েছেন 'পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার মরশুম চলিতেছে। নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে। মাছের নিস্পলক চোখ গুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ চোখের মণির মতন দেখায়'। বুদ্ধদেব বসু ইলিশ মাছ সম্বন্ধে লিখেছেন, তাঁর লেখায় 'রাত্রি শেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে জলের উজ্জ্বল শস্য। রাশি রাশি ইলিশের শব, নদীর নিবিড়তম উল্লাসে মৃত্যুর পাহাড়, তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে ইলিশ ভাজার গন্ধ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার,সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা , ইলিশ উৎসব। সৈয়দ মুস্তাফা আলীর মতে 'বেহেশতের খাবারের বর্ণনায় যদি ইলিশের কথা উল্লেখ থাকতো, তাহলে কেউই পাপ করে নরকে যেত না'।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছতেও ইলিশ মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমস্যাপুরাণে তিনি ইলিশ মাছের কথা উল্লেখ করেছেন এইভাবে---সেদিন সোমবার হাটের দিন। ছোট একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কত ডাঙ্গায় কেনা বেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। অন্য দ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানই সবচেয়ে বেশি। ইলিশ মাছ ও যথেষ্ট'ইলিশ মাছ নিয়ে তার একটি মজার ছড়া---শেষে দেখি ইলিশ মাছের/জল পানে আর রুচি নাই/চিতল মাছের মুখটা দেখেই/প্রশ্ন তারে পুছি নাই/ননদকে ভাজ বললে, তুমি/মিথ্যা এ মাছ কোটো ভাই/।

কাজী নজরুল ইসলামও ইলিশ মাছ খেতে ভালোবাসতেন। ১৯৩২ সালের সিরাজগঞ্জে নিখিল বঙ্গ মুসলিম যুব সম্মেলনে তিনি খেতে বসে দুটুকরো ইলিশ মাছের ভাজা মুখে তুলে খেয়ে নিলেন। যারা পরিবেশন করছিলেন তারা কাজী নজরুল ইসলামকে জিজ্ঞেস করলেন আর কি ইলিশ মাছ দেবো? উত্তরে কবি বললেন আরে করছো কি? শেষকালে আমায় বিড়ালে কামড়াবে যে। সবাই তখন ভাবলো মাছের রান্না বুঝি ভালো হয়নি। কিন্তু নজরুল সেই ভুল ভেঙে দিয়ে বললেন--'ও বুঝতে পারছেন না। ইলিশে মাছ--- যে মাছের গন্ধ মুখে লালা ঝরায়। বিড়াল কে মাতাল করে তোলে। বেশি খেলে কি রক্ষে আছে। কষ্টিপাথর নাটকে বাবু নবীনের সংলাপের মধ্য দিয়ে লেখক রামলাল বন্দোপাধ্যায়, গঙ্গার ইলিশের রূপ বর্ণনা করেছেন। দিগেন বর্মন রচিত ইলিশ পুরাণ গ্রন্থে ইলিশ মাছের উল্লেখ করেছেন--পাড়াতে কড়াতে কেহ মাছ ভাজে রাতে/রন্ধনে আনন্দ বাড়ে গন্ধে মন মাতে/লাউ পাতা সাথে ভাতে সর্ষে বাটা মাখা/সেই বোঝে মজা তার যার আছে চাখা/। বিজয়া দশমীর পিঁড়িতে পূর্ববঙ্গে এয়োস্ত্রীরা গান ধরেন ইলিশ মাছ কাইন্দা বলে/আমরা লো বড় সতী/আমাগোরে খাইতে হইলে/আনো কচুর লতি/।

বাঙালির পুজোতে, এমনকি ফুটবল খেলাতেও ইলিশ মাছ পরিলক্ষিত হয়। সাহিত্যিক দেবেশ রায় বলেছেন যারা ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান বলে ফুটবল মাঠে লড়াই করেন তারা ইলিশ বললে সব লড়াই থামিয়ে একে অন্যের গলা ধরে ইলিশের কাঁটা বেচে খেতে শুরু করেন। আবার ইলিশ মাছকে নিয়ে এই বাংলায় সংস্কারের ক্ষেত্রও পরিলক্ষিত হয়। কোন এক সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে বাড়িতে ইলিশ মাছ আনা হলে, সেই ইলিশের এক খাবলা আঁশ তুলে নিয়ে বাড়ির উঠোনে পুঁতে দেওয়া হতো। কুসংস্কার ছিল এতে সেই বাড়ির ধন-সম্পত্তি আরো বৃদ্ধি পাবে। একসময় বিয়ের পাকা দেখা হলে কন্যার বাড়িতে ইলিশ মাছের বিবাহ দেয়া হতো। প্রথমে দুটো ইলিশ বাজার থেকে কেনা হতো। তারপর জোড়া ইলিশ কুলোয় রেখে গঙ্গাজল দিয়ে, একটি ইলিশের কপালে সিঁদুর পরিয়ে, নাকে নোলক দিয়ে তাকে সাজানো হতো। আরেকটি ইলিশের মুখে পান দেওয়া হতো। আর ইলিশের বিয়ের গান গাওয়া হতো---আমি ইলশা নিয়ে বিয়ে করিতে গিয়াছিলাম ও বিনদী/ভরা নদী আমায় দেখে কদম ফুলের মালা দিল ও ননদী/ভরা নদীর কূলে গো/টাইরা পরা গলায় গো ও ননদী/। আবার বাড়িতে প্রথম ইলিশ মাছ এলে তার থেকে একটি অংশ কেটে বাড়ির গুরুদেব বা কুল পুরোহিতের বাড়িতে পাঠানো হতো।

১৯১৬ সালের বহরমপুরের কাশিমবাজার মহারাজার শ্রীশ চন্দ্র নন্দীর বৌভাতে তৎকালীন সময়ে ১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। ২০০ রকমের পথ রান্না করা হয়েছিল। তার মধ্যে ইলিশের পথ ছিল তিন রকমের। ১৯০৬ সালে কলকাতায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন রামেন্দ্র কৃষ্ণ দেব। তার বড় ছেলের বিয়েতে ইলিশ মাছের বিপুল আয়োজন ছিল। তিনি বাংলায় প্রথম মেনু কার্ডের প্রচলন করেন। তাই বাঙালির খাদ্য তালিকায় যেমন ইলিশের আদর তেমনি বাংলার সংস্কৃতিতে, বাংলার সাহিত্যে মাছের রাজা ইলিশের প্রভাব অনস্বীকার্য।

কবিতা

বিষণ্ন সুর মেঠো একতারার

মহম্মদ মফিজুল ইসলাম

বিকেলের আকাশে কুয়াশার রঙ,
মাঠের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাজে একতারার করুণ সুর।
গ্রামের শেষ প্রান্তে, ধুলোমাখা পথের ধারে,
এক বৃদ্ধ বাউল, চোখে দূর দিগন্তের নীরবতা;
হাতের তালুর মতো চেনা এই মাটি,
তবু আজ যেন কিছুই চেনে না কেউ।

তার সুরে লেগে আছে শতাব্দীর ক্লান্তি,
যেন কোনো হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসার বিলাপ।
প্রতিটি তারের টানে বাজে ভাঙা সংসারের দীর্ঘশ্বাস,
চিরচেনা দারিদ্র্যের করুণ রাগিণী,
আর কিছু অব্যক্ত আর্তনাদ।

এক সময় মানুষ দাঁড়াতো, শুনতো, কাঁদতো,
এখন শুধু পেরিয়ে যায়, মোবাইলের স্ক্রিনে মুখ গুঁজে

বাউল দেখে, তবুও দেখে না কেউ।
তবু সে বাজায়, নিঃসঙ্গ একতারা,
আশা করে, হয়তো কোনোদিন আবার
এই বিষণ্ন সুরে মানুষ শুনবে মাটির কান্না।

এই একতারা শুধু একটি বাদ্যযন্ত্র নয়,
এ যেন এক জীবন্ত ইতিহাস,
গ্রামবাংলার দুঃখ, প্রতীক্ষা, আর অবহেলার দলিল।

ছোটগল্প

জন্মদিনের সাধারণ দিনটা

শুভজিৎ বসাক

সেদিন ছিল জুভানের জন্মদিন। কথা ছিল শ্রোতার সাথে সেদিন কাটাবে। ছুটি নেয়নি জুভান, কথা দিয়েছিল যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসার চেষ্টা করবে। পারেনি, শেষবেলায় উচ্চ কর্তৃপক্ষ একটা বিশেষ মিটিং ডেকেছিল আর তাতে সবার থাকার নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক নির্দেশ ছিল। নিরুপায় জুভান শ্রোতাকে কথাটা জানিয়েছিল। প্রত্যুত্তরে কিছু উত্তর আসেনি। বেশ কয়েকবার শ্রোতা তাকে মেসেজ করেছিল, 'কখন আসবে?' নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারেনি অপর প্রান্তে থাকা জুভান। মিটিং শেষ হল বেশ দেরিতে। বেরোতেই প্রথম ফোন করেছিল শ্রোতাকে। উত্তরে এসেছিল, 'বেশ, সাবধানে এসো'। কথা বলার মাঝে গাড়ির আওয়াজ পেয়ে জুভান জিজ্ঞাসা করেছিল, 'রাস্তায় বেরিয়েছ নাকি?' শ্রোতা জানাল, 'হ্যাঁ, এই ফিরছি'। কলকাতা শহরতলির রাস্তায় সন্ধ্যা হলেই বাস কমে যায় ইদানিং, আজ সেই সমস্যায় পড়ল জুভান নিজেও। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাস পেল তাও যাত্রী কমে যাওয়ায় গন্তব্য অবধি না গিয়ে আগেই শেষ যাত্রী হিসাবে জুভানকে নামিয়ে সে চলে গেল বাস স্টপে। অগত্যা সেখান থেকে হেঁটে বাড়ি আসতে তার লাগল আরও সময়। মাঝে শ্রোতা ফোন করে জানতে চেয়েছিল, 'তুমি কোথায়?' বিশদে এই পরিস্থিতির কথা জানাতে সে বলল, 'তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও, আজকের দিনটা তো হয়েই গেল!' উত্তরে ক্লান্তির হাসি হেসে জুভান জানায়, 'ঘরে কে আছে আমার জন্য অপেক্ষা করছে? গিয়েছে যাক দিন, এসব দিনের কথা কেই বা মনে রাখে'। উত্তর বিস্তারিত না করে শ্রোতা শুধুই বলল, 'পারো তো একটা রিক্সা বা অটো করে নাও, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে'। কেমন একটা সন্দেহ হওয়ায় জুভান বলল, 'এমন করছ যেন আমার বাড়িতে এসে বসে আছো? আর এইটুকু রাস্তা তো, হেঁটেই যাওয়া যায়'। শ্রোতা খালি বলল, 'হ্যাঁ, আমি পাগল তো, রাত ন'টা বেজে গিয়েছে আর আমি তোমার বাড়িতে থাকবো! তোমার জন্যই বললাম, রিক্সা বা অটো করে এসো, আমি ভাড়া দিয়ে দেবো'। এভাবেই এক কথা দু'কথা বলতে বলতে জুভান বাড়ির কাছে এসে বলল, 'ফোন রাখো, আমি বাড়ি ঢুকছি'। ফোন

কেটে সদর দরজা দিয়ে ঢুকে জুভান দেখল যে শ্রোতার জুতো রাখা। এতক্ষণে পরিষ্কার হল তার এত তাড়া দেওয়ার কারণ। টেবিলের ওপরে কেক সাজিয়ে হলুদ সালোয়ার পরে সেজেগুজে অপেক্ষা করছে শ্রোতা। পাশে জুভানের মা বসে আছে। শ্রোতার চোখেমুখে অভিমান চুঁইয়ে পড়ছে কিন্তু কত সাবলীল ভাবে সেসব লুকিয়ে রেখে সে হাসছে। জুভানের সাথে ওর সম্পর্ক আজ সাত বছর হল তাই নীরব এই আবেগ, অনুভূতিগুলোর ভাষা বুঝেছে এতদিনে। কেক কাটা হল, জুভান নিজে হাতে কেক খাওয়াল সবাইকে। এরপরে জুভানকে শ্রোতা জিজ্ঞাসা করল, 'কেক পছন্দ হয়েছে?' হ্যাঁ টুকু শুনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে যাবে এমন সময়ে জুভান বলল, 'এত রাত হয়ে গিয়েছে দেখে বেরিয়ে পড়বে তো? এখন বাড়ি ফিরতে কত রাত হবে ভাবো!' শ্রোতা অভিমানী গলায় বলে চলল, 'আমি যখন বুঝেছি তুমি আসতে পারবে না তখনই আমি তোমার বাড়িতে তোমার প্রিয় স্বাদের কেক নিয়ে এসে অপেক্ষা করেছিলাম শুধু তোমার সাথে দিনটা কাটাবো বলে, আর সেই তুমিই দিনটাকে এভাবে শেষ করলে। তোমার কাছে তুমি প্রিয় না হতে পারো, কারও কাছে যে তুমি সবকিছু এই প্রিয় কথাটাই আজ অবধি বোঝোনি তুমি। তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো ভেবে এসে নিজেই তোমার জন্য সারপ্রাইজড হলাম'। কথাগুলো বলতে বলতে চলে গেল শ্রোতা। জুভানের কিছুই বলার ছিল না। শুধু এটুকু বুঝেছে, সামাজিক স্তরে সে অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত হলেও সঙ্গিনী ভাগ্যে সে ঈর্ষণীয় প্রকৃতির মানুষকেই পেয়েছে। এর আগেও জুভান শ্রোতার মুখেই কতবার শুনেছে যে সে মোটেই তার যোগ্য নয়, সে একটা অত্যন্ত সাধারণ মানের মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার অভিমান ভাঙলে সেই অভিমানী মন অপেক্ষা করেছে কখন তার প্রিয় পুরুষটি তাকে কাছে টেনে বুকে জড়িয়ে প্রেমে পড়ার পরে একজন সাধারণ ছেলে থেকে কতটা পূর্ণ মনস্ক পুরুষ হয়ে উঠেছে সেটা দেখার জন্য। সেই সময় যখন এসেছে অভিমান, রাগ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে ওরা কেউ সেসবের আর খোঁজ রাখেনি আর এই কথাগুলোই জুভানের কাছে স্মৃতির মত করে ঝরে পড়ছিল আজকে বিশেষ দিনে। কিছুক্ষণ পরে ফোন করল সে শ্রোতাকে, কিন্তু ফোন রিসিভ করে না সে। অনেকক্ষণ করার পরে যখন ফোন রিসিভ করল সেই রাগ মেশানো অভিমান ঝরিয়ে ফেলল বর্ষার কালবৈশাখীর মত করে একইসাথে প্রশ্ন ভেসে এল, 'কেন বলতো ভালোবেসেছিলে আমায়?' জুভান উত্তর দিল, 'কেউ কি জেনেশুনে প্রেমে পড়ে? প্রেমে পড়ে নিজেকে আর নিজের মানুষটাকে বুঝে নিতে পারবে এইজন্যই বোধহয় এমন সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন বিধাতা আর সেই নিয়ম মেনেই আমি তোমার প্রেমে পড়েছি'। জুভানের কথার কাছে শ্রোতা বরাবর বরফগলা নদীর মতো শুধুই বয়ে যায়, আজও অন্যথা হল না। শুধু কানে ভেসে রইল জুভানের বলা শেষ কথাগুলো। রাত তখন বেশ অনেকটা হয়েছে। বাইরে শুরু হয়েছে ক্লান্তিমুক্তির বৃষ্টি আর অদৃষ্টে ভেসে আসছে হাসনুহানার গন্ধ- যেন বিধাতা গল্প লিখতে বসেছেন আর সেই গল্পের ধারায় ওরা ভিজছে সেই সৃষ্টির পাতাজুড়ে।

অনুগল্প

আনন্দের নেশা

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

নাম আনন্দ। দেখতেও স্মার্ট। লম্বা, ফর্সা, স্লিম। বাট, নেশাখোর। চরম। বদমাইশও। গ্রুপ ডি স্টাফ। কর্ম কলকাতায়। বাপের একটাই সন...। মানে যা হয়। ছাড়পত্র। কি করে, কোথায় যায় বাপ-মা'রও অজানা। ভয় হয়! কি করা যাবে। বাবা, বলে বলে ফেডাফ। মা ও। তবু চিন্তা হয়, দিনকাল ভালো নয়! লাফাঙ্গা লুমফেন বলতে যা বোঝায়। নইলে কত কত দিন রাত কোথায় যায় একবার বলে যাবে না! মাঝে মাঝে অফিস কাট। বাবু নেই। অফিসও বিরক্ত। হাজিরা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করলে বলে, আমার জমানো ছুটি থেকে কেটে নিন। বসও নাজেহাল!

এ অবধি চেনাজানা। সকলের। কিন্তু এর পরও নাকি আছে বাবুর আলাদা নেশা। মানে? আ...বার কি! বাকিটা জানে যূথিকা দি। বলে — আমি তখন শয্যাশায়ী। রক্ত দরকার। এ নেগেটিভ। বিরল রক্ত। না পেলে গেলো। পুরো শেষ! সবার সমস্ত চেষ্টা শুকিয়েছে। সঙ্গে আমারও মনের জোর। কি হবে এবার? তবে কি জীবন প্যাসিভ! কোনোভাবে আনন্দের সাথে যোগাযোগ হয়। বাবু নিজে রক্ত দিয়ে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। বাবুর এই রক্ত দেওয়ার নেশা অনেক প্রাচীন। সম্পূর্ণ প্রচারহীন। ওর মধ্যে আছে প্রাণ বাঁচানোর নেশা। এই জন্যেই বাড়ি ফেরা- অনেকটাই খাপ ছাড়া। এ জন্যেই অফিস কাট। বাট ও নিজে আনকাট। বছরে চারবার রক্ত তো দেই-ই, পারলে আরও...! বেঁচে আছে, যূথিকা, তনিমা, অজয়, ইমন, আয়েশা, অনামিকা, আশা, তথাগত আরো কত.....!